কৃপণ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

আষাঢ়—১৩৪১

মূল্য—একটাকা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ভূমিকা

Jean-Baptiste Poquelin সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে জন্মগ্রহণ করেন। Moliere এই ছদ্ম নামে তিনি বহু জগদ্বিখ্যাত নাটক লেখেন। হাস্যরসিক বলিয়া তিনি অতি সুপরিচিত। এই পুস্তিকা তাঁহার L'Avare নাটকের অনুবাদ। অনুবাদে পাত্রপাত্রীগণের নাম ও কয়েকটী ঘটনা সমাবেশের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আশা করি বঙ্গভাষায় এই নাটক আদৃত হইবে।

১লা আষাঢ়, ১৩৪১ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

পাত্রগণ

হরিধন—কমল ও বেলার পিতা

অবিনাশ—বসন্ত ও মনোরমার পিতা

কমল—হরিধনের পুত্র

বসন্ত—অবিনাশের পুত্র

শ্রীমন্ত—দালাল

জগদীশ—হরিধনের পাচক

যতীন—হরিধনের কোচম্যান

ফেলা—কমলের খাস-ভৃত্য

বৃন্দাবন } হরিধনের ভৃত্য
মার্ত্তণ্ড

দারোগা

ভট্টাচার্য্য—ঘটক

পাত্রীগণ

বেলা—হরিধনের কন্যা

মনোরমা—অবিনাশের কন্যা

ফণীর মা—হরিধনের দাসী

স্থান—কলিকাতা

দৃশ্য—হরিধনের গৃহ

কৃপণ

প্রথম অঙ্ক

বসন্ত ও বেলা

[বসন্ত—চতুর্বিংশতি বর্ষীয় যুবক, প্রিয়দর্শন ; ধনী ব্যবসায়ী ; বেলাকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অধুনা হরিধনের বেতনভুক গোমস্তা ; সুতরাং দীনবেশ। বেলা—ঊনবিংশতি বর্ষীয়া, সুবেশা ; ধীর ও বুদ্ধিমতী]

বসন্ত। একি বেলা, তোমার ভালবাসার এত নিদর্শন জানিয়েও তুমি এমন বিবর্ণ কেন? আমাদের আনন্দের দিনে তোমার এই বিষাদ মূর্ত্তি! আমাকে সুখী করতে প্রতিশ্রুত হয়েছ বলে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে? আমাকে বিবাহ করতে সম্মত হওয়াতে এখন কি তোমার অনুতাপ হচ্ছে?

বেলা। তা নয় বসন্ত ; তোমার জন্য যা আমি করি তাতে আমার কোনও অনুতাপ নাই। আমি যেন সুখের স্রোতে ভেসে

যাচ্ছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এর পরিণাম ভেবে আমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তোমাকে অত্যধিক ভালবাসি বলে আমার কেবলি ভয় হয়।

বসন্ত। আমাকে ভালবাসতে তোমার ভয়ের কারণ কি হতে পারে বেলা?

বেলা। বিশেষ ভয় আছে। পিতার ক্রোধ, পরিবারবর্গের তিরস্কার, সমাজের নিন্দা এবং সর্ব্বোপরি, বসন্ত, তোমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন। নারীর নিষ্কলুষ প্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন পেয়েও অনেক সময়ে প্রতিদানে পুরুষ যে নিষ্ঠুর অবহেলা দেখাতে পারে আমি তাই ভয় করি।

বসন্ত। হায় বেলা, তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ। অন্য পুরুষের আচরণ দেখে আমার বিচার করো না। তোমার ভালবাসার ঋণ আমি কখনও অস্বীকার করব এ ছাড়া, বেলা, তুমি আর যা কিছু ভাব তাতে আমার আপত্তি নাই। আমি নিশ্চয় বলছি যে আজীবন আমার এই প্রেম তোমার জন্যই উদ্বেলিত হবে।

বেলা। দেখ, বসন্ত, পুরুষমাত্রই এইরূপ বলে থাকে। কথায় তোমাদের পেরে ওঠবার জো নাই, আর কথা বলও তোমরা প্রায় একই ধরণের। তফাৎ কেবল কাজেই দেখা যেতে পারে।

বসন্ত। আমি যা বলছি তার সত্যতা যদি কেবল কাজেই দেখা যেতে পারে তবে কাজে আমার ব্যবহার কি রকমটা দাঁড়ায় তারই জন্য অপেক্ষা কর না কেন? তোমার এই অকারণ

ভয় ও উদ্বেগ পদে পদে তোমাকে ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে; তাতে যে আমার প্রতিও অবিচার করা হয়। এই অহেতুক সন্দেহ পোষণ করে আমার সুখ ও শান্তি যে নষ্ট করবার উপক্রম করেছ। তুমি যদি আমাকে যথেষ্ট সময় দাও তবে আমার প্রকৃত প্রেমের সহস্র প্রমাণ আমি দেখাতে পারি।

বেলা। হায়, আমরা যাদের ভালবাসি কত সহজে আমরা তাদের প্ররোচনায় ভুলে যাই। বসন্ত, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; আমার নিশ্চিত ধারণা যে আমার সঙ্গে তুমি কিছুতেই প্রতারণা করবে না। তোমার প্রেম যথার্থই অকপট এবং তুমি আজীবন সর্ব্বদা আমার প্রতিই অনুরক্ত থাকবে। সুতরাং আমরা যে অচিরেই সুখী হব তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার দুঃখ কিছু থাকে তা শুধু এই ভেবে যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বাধা ঢের হতে পারে এবং সম্ভবতঃ সামাজিক নিন্দাও কিছু আমাদের ভোগ করতে হবে।

বসন্ত। কিন্তু তোমার এরূপ ভয় করবার কারণ কি?

বেলা। ও বসন্ত, আমি তোমাকে যেমন জানি সবাই যদি তোমাকে তেমনই বুঝতে পারত তা হলে আমাদের ভয়ের কোনও কারণই থাকত না। আমার হৃদয় তোমার গুণে মুগ্ধ এবং গভীর কৃতজ্ঞতায় তোমার নিকটে অশেষ প্রকারে ঋণী। যে ভীষণ মুহূর্ত্তে তোমায় আমায় প্রথম সাক্ষাৎ হয় সে কথা কি কখনও আমি ভুলতে পারি? জোয়ারের

জলোচ্ছ্বাসের উদ্দাম প্রবাহে তোমার দয়াপ্রবণ হৃদয় নিয়ে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও আমার জীবন রক্ষা করেছিলে। তারপরে তোমার সস্নেহ সেবা, সতর্ক দৃষ্টি, এবং গভীর ভালবাসা,—যতদিনই গত হোক না কেন এবং যত বাধাই না আমাদের পথে আসুক, এ সব কি আমি কখনও ভুলতে পারি? আমার জন্য তুমি তোমার পিতামাতা আত্মীয়বর্গ এবং তোমার দেশের কাজও অবহেলা করছ। তুমি তোমার সামাজিক পদমর্য্যাদা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে আমার পিতার বেতনভুক হয়ে রয়েছ। আমি যে আজ তোমার বাগ্দত্তা স্ত্রী তার কারণ ত যথেষ্টই রয়েছে। তবু মনে হয় যে এ সব কি জগতের চক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হবে? আমি কি করে নিশ্চয় জানব যে আমাদের প্রকৃত অভিপ্রায় সবাই যথার্থ বুঝবে?

বসন্ত। আমি যা করেছি তাতে এমন পৌরুষ ত কিছুই নাই, বেলা। তোমাকে পাবার জন্য আমি কেবল আমার অকপট গভীর প্রেমের উপরই নির্ভর করছি। তোমার সঙ্কোচের কথা যদি বল তবে সমাজের কাছে তোমার পিতার ব্যবহারই তোমাকে সমর্থন করবে। তাঁর দুর্দ্দমনীয় লোভ; তিনি তাঁর সন্তানদের নিকট হতে যেমন দূরত্ব রক্ষা করে চলেন তাতেই এ সব মানিয়ে যাবে। তোমার পিতার সম্বন্ধে এরূপ স্পষ্ট কথা বলার জন্য আমায় ক্ষমা কর, বেলা, কিন্তু তুমি ত জান যে দুর্ভাগ্যবশতঃ এ বিষয়ে তোমার পিতার সম্বন্ধে ভাল বিশেষ কিছুই বলবার

নাই। যা হোক, আমার বিশ্বাস আমি আমার পিতামাতাকে খুঁজে পাব ; তা যদি পাই তা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের বিবাহে সম্মত হবেন। অধীর হয়ে আমি আজকাল তাঁদের খবরের প্রতীক্ষায়ই আছি। যদি শীঘ্র কোনও খবর না পাই তবে আমি নিজেই তাঁদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।

বেলা। বসন্ত, খবরদার তা যেন করো না। আমি তোমাকে বারবার অনুরোধ করছি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আমার পিতার অনুগ্রহভাজন হতে বিশেষ চেষ্টা কর।

বসন্ত। তুমি ত জান, বেলা, আমি এ জন্ম বিশেষ চেষ্টাই করছি। তাঁর এই চাকরীতে বহাল হওয়ার জন্ম আমি কত কৌশল করেছি ; তাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্ম তাঁর রুচি ও অনুরক্তির মুখোস পরে আমি নিজের হৃদয়কে লুকিয়ে রেখেছি। তাঁর স্নেহলাভের চেষ্টায় আমাকে কি না করতে হচ্ছে? এতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্যরূপে সফল হয়েছি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে মানুষের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে হলে তাদের মতানুযায়ী হওয়ার ভাণ করার চেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। তাদের খেয়াল মত নীতিবাক্য আওড়াও, তাদের চরিত্রগত ত্রুটীর প্রশংসা কর এবং তাদের সব কাজের অনুমোদন কর তা হলেই বেশ চলে যাবে। এতে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ধরা পড়বার ভয় নেই, কেন না তোষামোদ যতই স্থূল ও নির্লজ্জ হোক না কেন অতি চতুর লোকও

তাতে প্রতারিত হয়। মিষ্ট বাক্য বেশ ভাল করে মিশিয়ে দিলে তাদের কাছে কোনও তোষামোদই ধৃষ্ট বা প্রগল্ভ বলে মনে হয় না। আমি স্বীকার করি যে এতে সততা ঠিক রক্ষা হয় না। কিন্তু মানুষ নিয়ে যখন কাজ চালাতেই হবে তখন তাদের মতানুযায়ী নিজেকে খানিকটা বদলে নিয়ে চালালে বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হয় না। এরূপ ছলের আশ্রয় না নিলে যদি আমাদের কৃতকার্য্য হবার আঁশা না থাকে তা হলে যারা এরূপ তোষামোদ করতে বাধ্য হয় তাদের চাইতে যারা এরূপ তোষামোদ ভালবাসে তাদেরই দোষ বেশী বলতে হবে।

বেলা। আমাদের ভৃত্য যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাই আমার ভয় হয়। দাদাকে খুশী করে তুমি তার আনুকূল্য লাভ করার চেষ্টা করলেও ত পার।

বসন্ত। তা কি হয়? তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়কেই কি এক সঙ্গে তুষ্ট করা যায়? তাদের দুজনার মেজাজে এত বিরুদ্ধতা যে একই সঙ্গে দুজনারই বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া বড়ই শক্ত কাজ। তার চাইতে তুমি নিজে বরঞ্চ তোমার দাদাকে আমাদের পক্ষে আনবার চেষ্টা কর; তোমাদের মধ্যে যেমন ভ্রাতৃস্নেহ বর্ত্তমান রয়েছে তাতে মনে হয় যে এ কাজ তুমি সহজেই করতে পারবে। তার সঙ্গে কথা বলে দেখ, তাকে পরীক্ষা করে দেখ, কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের বিবাহের বিষয়ে আমরা তার সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারি। আমি তবে এখন আসি, বেলা। [বসন্তর প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

বেলা। আমার বিশেষ ভয় এই যে আমাদের এই গোপন প্রণয়ের কথা দাদাকে বলবার সাহস বোধ হয় আমার কখনও হবে না।

কমলের প্রবেশ

[কমল—দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক ; অতি পরিপাটী সৌখিন চেহারা ;
পরনে দামী ফিন ফিনে পাঞ্জাবী কামিজ, বাহারে রুমাল, হাতে
সোণার রিষ্ট-ঘড়ি, পায়ে সুদৃশ্য পাম্পস্থ ; কেশ তৈল-
চিক্কণ, যত্নে ভাঁজ করা ; ক্ষীণ কোমল মেয়েলি
ভাব ; ভাবাবেশে অভিভূত ; তথাপি
বুদ্ধিমান ও মুখ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক]

কমল। বেলা, তোমাকে এখানে একেলা পেয়ে বড়ই খুসী হয়েছি। একটি গোপন কথা তোমায় বলব বলে কদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছি।

বেলা। দাদা, তোমার কথা শোনবার জন্ত আমি প্রস্তুত আছি। কি কথা তুমি আমায় বলতে চাও ?

কমল। অনেক কথাই, বোন। কিন্তু সংক্ষেপে এক কথায় বলতে গেলে তা প্রেম।

বেলা। তুমি প্রেমে পড়েছ, দাদা ?

কমল। হাঁ, সত্যি তাই। কিন্তু আমি বলছি তোমায় যে এখন তুমি আমাকে যা বলবে তা আমার বেশ জানা আছে। আমি জানি যে আমাকে পিতার আশ্রয়ে থাকতে হচ্ছে ;

এও জানি যে পুত্র হয়ে পিতার ইচ্ছানুযায়ী চলাই আমার কর্ত্তব্য। আমাদের জন্মদাতার বিনানুমতিতে আমার বাগ্দান করা অনুচিত। তিনি আমাদের স্নেহ-প্রেমের হর্ত্তাকর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কোনও কাজই করতে পারি না, এমন কি নিজেদের বিলিয়েও দিতে পারি না। আমার ন্যায় তাঁর বিচার-শক্তি প্রেমের মোহে আচ্ছন্ন নয়; অতএব কিসে আমাদের মঙ্গল হবে তার বিচার করতে তিনিই উপযুক্ত এবং বাহ্য চেহারার চাকচিক্যে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা তাঁর নাই। অনুরাগের মোহে আমি অন্ধ, তাই তাঁর বহুদর্শিতায় আমার আস্থা রাখা উচিত। যৌবনের আত্মম্ভরিতা অনেক সময়ে আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়! বোন, আমি এ সবই জানি, তাই তোমায় মিনতি করছি যে কষ্ট করে আর এ সব কথা আমাকে বলো না। আমার প্রেম এ সকল আপত্তি কিছুই আর এখন শুনবে না।

বেলা। দাদা, যাকে তুমি ভালবাস তাকে কি একেবারে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

কমল। তা দিই নি বটে কিন্তু দেব বলে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। আমি আবার তোমায় মিনতি করছি, আমাকে নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে কোনও যুক্তিতর্কের অবতারণা করো না।

বেলা। দাদা, আমি তেমনই অদ্ভুত বলে কি তোমার বিশ্বাস?

কমল। না বোন আমার, তা নয়; তবে কিনা তুমি নিজে ত

কথনও প্রেমে পড় নি। প্রেম যে কি মধুর শক্তিতে হৃদয়কে বিহ্বল করে দেয় তা ত তুমি জান না। তাই তোমার সাংসারিক বুদ্ধিকে আমি আজ ভয় করি।

বেলা। আমার সাংসারিক বুদ্ধি সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল। পৃথিবীতে এমন লোক খুব কমই আছে যার সাংসারিক বুদ্ধি জীবনে অন্ততঃ একবারও হারিয়ে যায় নি। আমি যদি তোমার কাছে আমার হৃদয়ের কথা খুলে বলি তা হলে হয়ত তুমি আমার বুদ্ধিকে আর অত করে প্রশংসা করবে না।

কমল। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি তোমার হৃদয় যেন আমারই মতন……।

বেলা। এস, দাদা, প্রথমে আমরা তোমার কথাই বলি। তুমি কাকে ভালবেসেছ?

কমল। একটী তরুণীকে। অল্প কিছুদিন হ'ল সে আমাদেরই পাড়ায় এসে বাস করছে। দেখে মনে হয়, যে তাকে দেখেছে সেই তার প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হয়েছে। তার চাইতে সুন্দর বুঝি প্রকৃতির রচনায় আর কিছুই নাই। তাকে যে মুহূর্ত্তে দেখেছি সেই মুহূর্ত্তেই আমি যেন বদলে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছি। তার নাম মনোরমা। সে তার মার সঙ্গে থাকে। মাটী অতি সদাশয় কিন্তু পীড়ায় সর্ব্বদাই শয্যাগত। তাঁর জন্য মেয়েটীর ভালবাসা অসীম। সে মায়ের সেবায় অনন্যচিত্ত, তাঁকে যেমন করে সান্ত্বনা দেয় তা অতি মর্ম্মস্পর্শী। সে যে

কাজেই হাত দেয় তাকেই মধুর করে তোলে। তার সমস্ত কাজেই একটা আশ্চর্য্য সৌষ্ঠব, একটা মনোহর শীলতা, একটা ভক্তিবিনয় ভাব, একটা……। হায়, বেলা, আমি কি করে তোমায় বুঝিয়ে বলব; একবার যদি তুমি তাকে দেখতে!

বেলা। তোমার কথা শুনেই আমি অনেক জিনিস দেখতে পাচ্ছি। সে যে কি তা বোঝাবার জন্য আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, দাদা, যে তুমি তাকে এত ভালবেসেছ।

কমল। তাদের অজ্ঞাতে আমি এও জেনেছি যে তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যদিও তারা খুব হিসেব করে চলে তবুও অতি কষ্টে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হয়। বেলা, তুমি কি কল্পনা করতে পার, আমরা যাদের ভালবাসি তাদের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা আমাদের কত সুখী করতে পারে? একটী মধ্যবিত্ত সৎপরিবারের অতি পরিমিত অভাব মোচনের চেষ্টা মানুষের হৃদয়ে কত বড় প্রেরণার কাজ করে? ভেবে দেখ আমার প্রাণে কত দুঃখ হচ্ছে যে অতি লোভী কৃপণ পিতার আশ্রয়ে থাকতে হচ্ছে বলে আমি এই আনন্দ হতে বঞ্চিত হচ্ছি। যে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় তাকে আমার প্রেমের এই সামান্য নিদর্শন দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।

বেলা। দাদা, এ যে তোমার কি গভীর ব্যথা তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

কমল। এ অতি গভীর বেদনা, এত যে তা কথায় তোমাকে বুঝানো অসম্ভব। এই যে হীন কার্পণ্য আমাদের গৃহে সর্ব্বদাই বিরাজ করছে এর চাইতে নিষ্ঠুর ব্যাপার আর কিছু আছে কি? এই অস্বাভাবিক দারিদ্র্য যার মধ্যে আমরা বাস করতে বাধ্য হচ্ছি? আমাদের যখন আর উপভোগ করবার ক্ষমতা থাকবে না তখন যদি পিতার এই অগাধ সম্পত্তি আমাদের হাতে আসে তাতে আমাদের কি শুভ হবে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। আজ আমার দৈনিক খরচের জন্য আমি চারিদিকে ঋণে মগ্ন হয়ে আছি। এমন কি ভদ্রসমাজের উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদের জন্যও তোমাকে ও আমাকে আজ দোকানীর সাহায্য-ভিক্ষা করতে হচ্ছে। আমার এই সমস্যার কি করি তা ভেবে না পেয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি; তুমি যদি এ বিষয়ে পিতার অভিপ্রায় কোনও কৌশলে জানতে পার। যদি তাঁর অভিপ্রায় আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী হয় তবে আমি স্থির করেছি যে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে এই মূর্ত্তিমতী দেবীকে নিয়ে আমি অন্যত্র যেয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করেই জীবন কাটাব। এ জন্য আমি নানা জায়গায় ঋণের চেষ্টায় আছি। বেলা, বোন, যদি তোমার অবস্থাও আমারই মতন হয়ে থাকে আর পিতা যদি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মত দেন তা হলে চল তুমি ও আমি উভয়েই এই হীন কার্পণ্য-শাসিত পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাই।

বেলা। পিতার নিষ্ঠুর আচরণে মাতার মৃত্যুর জন্য আমাদের দুঃখ যেন প্রত্যহ আরও জীবন্ত হয়ে উঠছে, আর যেন……।

কমল। চুপ, বেলা, পিতার স্বর শুনছি। চল, আমরা অন্যত্র যেয়ে আমাদের কথা শেষ ক'রি। তার পরে এক সঙ্গে আমরা এই নির্দ্দয় পিতার হৃদয়-দুর্গ আক্রমণ করব।

দৃশ্যান্তর

হরিধন ও ফেলা

[হরিধন—পঞ্চষষ্ঠীবর্ষীয় বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, নাসিকার নিম্নভাগে বৃদ্ধের চশমা ; গায়ে হাতাকাটা হাফ-পিরহান, তাহাতে বোতাম নাই, সূতার বন্ধনি, পরিচ্ছদ সামান্য ; পায়ে ঠনঠনিয়ার চটি ; কিন্তু আঙ্গুলে বড় হীরার একটি আংটী ; বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন অতি চতুর লোক ; কাসির ব্যারামে ভুগিতেছে, নতুবা স্বাস্থ্য ভাল। ফেলা—মধ্যবয়স্ক ভৃত্য, পরনের ধুতির অংশ কোমরে মোটা করিয়া জড়ান]

হরিধন। বেরিয়ে যা, এই মুহূর্ত্তে বেরো বলছি। তোর আবোল তাবোল বকুনি আর সহ্য হয় না। ব্যাটা গাঁটকাটা, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা; জেলের কয়েদী হওয়াই তোর উপযুক্ত শাস্তি।

ফেলা। (জনান্তিকে) এই অভিশপ্ত বৃদ্ধের মত নরাধম আর দেখা যায় না। একে যে শয়তানে পেয়েছে তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হরিধন। ওখানে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে আবার কি বকছিস?

ফেলা। আপনি আমাকে এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি?

হরিধন। বদমায়েশ ব্যাটা, আমার কাজের জন্য আমাকে জবাবদিহি করিস এত দূর তোর আস্পর্দ্ধা? এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে বেরো, নইলে ঠ্যাঙ্গা খেয়ে বেরোতে হবে বলছি।

ফেলা। আমি কি করেছি?

হরিধন। এই করেছিস যে তোকে বার করা আমার ইচ্ছা হয়েছে।

ফেলা। আপনার পুত্র আমার মনিব। তিনি আমাকে তাঁর কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন।

হরিধন। তা হলে তার জন্যে তুই রাস্তায় যেয়ে অপেক্ষা কর গে। বেরো বলছি; সান্ত্রীর মত সোজা নিশ্চল দাঁড়িয়ে বাড়ীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে এবং সব জিনিস থেকেই কিছু লাভ করবার ফন্দীতে আমার বাড়ীতে থাকিস নে। আমার সব কাজের উপরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য আমি লোক চাই নে। বিশ্বাসঘাতক, জোচ্চোর, আমার গৃহস্থালীর সব জিনিস দেখে আমার অর্থ চুরি করবার মতলবে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

ফেলা। আপনার কাছ থেকে কোনও জিনিস কি চুরি

করবার জো আছে? চোর আপনার কি করবে? ছোট বড় সব জিনিসই তালাবন্ধ থাকে, রাত্রে আবার পাহারার বন্দোবস্ত ও ত হয়।

হরিধন। আমার যা খুসী তালাবন্ধ রাখব; যেখানে খুসী যখন খুসী পাহারা রাখব। কখন কি করি না করি দেখবার জন্য ব্যাটা গোয়েন্দা হয়ে এখানে ঢুকেছিস। (জনান্তিকে) ব্যাটা আমার টাকার সন্ধান কিছু পেয়েছে কি? তাই আমার ভয়। (প্রকাশ্যে) আমার ঘরে টাকা লুকানো আছে তুই ব্যাটা এই রকম মিথ্যা গল্প রটিয়ে বেড়াস কি?

ফেলা। আপনার বাড়ীতে কি টাকা লুকানো আছে?

হরিধন। নেই, হারামজাদা, নেই। আমি তাই বলেছি? আমি কেবল তোকে জিজ্ঞাসা করছি যে আমার অপকার ক[illegible] জন্য তুই কি অমনি মিথ্যা কথা বলে বেড়াস?

ফেলা। তা আপনার টাকা থাকলেই বা কি আর না থাকলে বা কি? আমাদের পক্ষে দুইই সমান।

হরিধন। (প্রহার করিতে উদ্যত) ওরে ব্যাটা, কেবলি তর্ক করিস? তোর ঘাড়ে কয়েকটী এই (ঘুসি দেখাইয়া) যুক্তি না পড়লে চলবে না দেখছি। আবার বলছি আমার বাড়ী থেকে বেরো।

ফেলা। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। (গমনোদ্যত)

হরিধন। দাঁড়া দেখি, কিছু নিয়ে পালাচ্ছিস না ত?

ফেলা। কি নিয়ে আর পালাব?

২

প্রথম অঙ্ক

হরিধন। আয় ত এদিকে, তোর হাত দেখা।

ফেলা। (দুই হাত দেখাইয়া) এই দেখুন না।

হরিধন। কোঁচে কি ট্যাঁকে কিছু লুকিয়ে রাখিস নি ত?

ফেলা। (অগ্রসর হইয়া) নিজেই দেখে নিন না কেন?

হরিধন। (ট্যাঁক দেখিয়া) ট্যাঁকে যতটা কাপড় গুঁজেছিস তাতে করে চোরাই মাল স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে রাখা যায়।

ফেলা। (জনান্তিকে) এ যা ভয় করে তাই ওর উপযুক্ত শাস্তি। এর কিছু চুরি করতে পারলে কি আনন্দই যে…।

হরিধন। অ্যাঁ?

ফেলা। কি বলছেন?

হরিধন। চুরির কথা কি যেন বলছিস না?

ফেলা। আমি বলছি কি যে আমি চুরি করেছি কিনা দেখবার জন্য আপনি আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন।

হরিধন। আমার ইচ্ছা খুঁজব; একশোবার খুঁজব।

ফেলা। কৃপণগুলোর মরণ হয় না?

হরিধন। অ্যাঁ, কি বলছিস?

ফেলা। কি বলছি?

হরিধন। হ্যাঁ, কৃপণ কৃপণ করে কি যেন বলছিলি?

ফেলা। আমি বলি কি যে কৃপণগুলোর কি মরণ নেই।

হরিধন। কার কথা বলছিস তুই?

ফেলা। কৃপণের কথা।

হরিধন। কে কৃপণ, কার কথা বলছিস?

ফেলা। দুরাত্মা হতভাগা কৃপণের কথা।

হরিধন। কিন্তু এসব কথার মানে কি?

ফেলা। আমি কি বলি না বলি তা নিয়ে আপনি কেন মাথা ঘামান?

হরিধন। আমি মাথা ঘামাই আমি উচিত মনে করি বলে।

ফেলা। আপনি কি মনে করেন আমি আপনার কথা বলছিলুম?

হরিধন। আমি যা খুসী মনে করি। কিন্তু বল দেখি কার কাছে তুই ও সব কথা বলছিলি?

ফেলা। আমি হাতের তেলোর সঙ্গে আলাপ করছিলুম।

হরিধন। আমি বোধ হয় তা হলে তোর পিঠের উপরে কিছু আলাপ চালাব।

ফেলা। আপনি কি আমাকে কৃপণদের শাপতেও দেবেন না?

হরিধন। তা নয়, কিন্তু তোর বকুনি আর ঔদ্ধত্য আমি বন্ধ করব। চুপ কর বলছি।

ফেলা। আমি কারু নাম করিনি।

হরিধন। আবার কথা বলছিস?

ফেলা। যে কৃপণ শুধু তার গায়েই লাগবে।

হরিধন। চুপ করবি কি না?

ফেলা। আচ্ছা, এই চুপ করলাম।

হরিধন। আহা ব্যাটা।

ফেলা। (কাছা খুলিয়া দেখাইয়া) এই দেখুন, এখানেও কিছু লুকিয়ে রাখা যায়। এখন আপনি সন্তুষ্ট হলেন ত?

হরিধন। ফেলা, আয় এদিকে, আর গোলমাল না করে আমাকে সব দিয়ে দে।

ফেলা। কি দেব?

হরিধন। যা সব তুই আমার কাছ থেকে চুরি করেছিস।

ফেলা। আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চুরি করি নি।

হরিধন। সত্যি বলছিস, ফেলা? দিব্যি করে বল।

ফেলা। সত্যি বলছি, দিব্যি করে বলছি।

হরিধন। যা তা হলে, এখন তুই গোল্লায় যেতে পারিস।

ফেলা। (জনান্তিকে) আহা, চাকর বিদায়ের চমৎকার নমুনা।

হরিধন। মনে রাখিস তোর বিবেকের উপরেই আমি সব ছেড়ে দিলাম।

ফেলা। (জনান্তিকে) কোঁচ ট্যাঁক সব খোঁজা হল, এখন উনি বিবেকের উপরে সব ছেড়ে দিলেন।

[প্রস্থান।

হরিধন। এই বদমায়েশ চাকর ব্যাটা আমাকে জ্বালাতন করে মারলে। এতগুলো টাকার মাল বাড়ীতে থাকায় আমাকে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হচ্ছে। যার সমস্ত টাকা সুদে খাটে আর কেবল দৈনিক খরচের টাকা বাড়ীতে থাকে সেই প্রকৃত সুখী। আর ছাই সমস্ত বাড়ী খুঁজে কোনও নিরাপদ জায়গাও ত পাই না। শক্ত কঠিন লোহার সিন্দুকের কথা বলো না; তাতে আমার মোটেই আস্থা নাই। কেন, চোরেরা ত সবার আগে ঐ সিন্দুকই ভাঙতে চেষ্টা করবে।

(কমল ও বেলার কথোপকথন করিতে করিতে দৃশ্যের পশ্চাৎভাগে প্রবেশ)। ইতিমধ্যে আমি বুঝতে পারছি না, ঐ বিশ হাজার টাকার সোনাটা কাল যে বাগানে পুঁতে রেখেছি তা ঠিক হ'ল কি না। বিশ হাজার ত কম নয়, এতে যে…… (কমল ও বেলাকে হঠাৎ দেখিয়া) ওরে বাবা! আমি কি চেঁচিয়ে কথা বলছিলুম? (তাদের দিকে ফিরিয়া) কি চাও তোমরা?

কমল। কিছু নয়, পিতা।

হরিধন। তোমরা কি এখানে অনেকক্ষণ হ'ল এসেছ?

বেলা। না, পিতা, আমরা এই ত আসছি।

হরিধন। তোমরা শুনেছ কি যে……?

কমল। কি পিতা?

হরিধন। ওখানে!

কমল। কি?

হরিধন। আমি এখনই যা বলছিলুম?

কমল। না ত, কিছু শুনি নি।

হরিধন। নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঠিক জানি, তোমরা সব শুনেছ।

বেলা। পিতা, আমাদের ক্ষমা করুন, কিন্তু আমরা কিছুই শুনি নি।

হরিধন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমরা আমার কথা কিছু কিছু শুনেছ। কথা এই হচ্ছে যে আজ কাল টাকা তোলা যে কি রকম মুস্কিল হয়েছে তা নিয়ে আমি আপন মনে

আলোচনা করছিলুম; বলছিলুম কি, যে দিন কাল পড়েছে তাতে যে লোকের বাড়ীতে বিশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে তার মত সৌভাগ্য আর কারও নেই।

কমল। পাছে আপনার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে তাই আমরা আপনার কাছে আসতে দ্বিধা করছিলুম।

হরিধন। আমি তোমাদের সব কথা খুলে বলছি এই জন্যে যে তোমরা যেন আমার প্রকৃত মনের ভাব বুঝতে পার; যেন ভুলে এই না বুঝে থাক যে সত্যি সত্যিই আমি বলছিলুম যে আমার কাছে বিশ হাজার টাকা আছে। বিশ হাজার টাকা কি সোজা কথা রে বাপু?

কমল। আপনার বৈষয়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আমাদের ইচ্ছা নয়।

হরিধন। আহা, এই বিশ হাজার টাকা যদি আমার থাকত রে।

কমল। আমার মনে হয় না যে……।

হরিধন। তা হলে কি চমৎকারই না হ'ত।

কমল। কয়েকটী ব্যাপারে ……।

হরিধন। ঐ টাকাটার আমার বড়ই প্রয়োজন।

কমল। আমার মনে হয় যে……।

হরিধন। তা হলে আমার ব্যবসায়ের বড়ই উপকার হ'ত।

বেলা। পিতা, আপনার কাছে ……।

হরিধন। তা যদি থাকত তা হলে কি আর দিন কাল এত খারাপ হয়েছে বলে এমন অভিযোগ করে বেড়াই?

কমল। পিতা, আপনার এ অভিযোগের কোনও কারণ নাই। সবাই জানে যে আপনার অবস্থা খুই স্বচ্ছল।

হরিধন। কিরূপে? আমার অবস্থা স্বচ্ছল! যারা এ কথা বলে তারা মিথ্যাবাদী, তারা তিলকে তাল করে। এর চাইতে মিথ্যা অপবাদ আর কিছু হতে পারে না। যারা এ কথা রটিয়ে বেড়ায় তারা অতিশয় দুর্মুখ।

বেলা। রাগ করবেন না, পিতা!

হরিধন। এই আশ্চর্য্য ভাবি যে আমার নিজের সন্তানেরাই আমার সঙ্গে দাগাবাজি করে, তারাই আমার শত্রু দাঁড়িয়েছে।

কমল। আপনার প্রচুর অর্থ আছে এ কথা বললে কি আপনা শত্রুতা করা হয়?

হরিধন। হাঁ, নিশ্চয় তা হয়। ও রকম কথা বলে বেড়ালে আর তোমাদের অত্যধিক খরচ করা দেখলেই ত চোরেরা বুঝবে যে আমার বাড়ী সোনা দিয়ে তৈরি। একদিন তারা এই জন্যেই এ বাড়ীতে ঢুকে আমার গলায় ছুরী দেবে।

কমল। আমাকে অত্যধিক খরচ করতে কখন দেখলেন, পিতা?

হরিধন। কি? যে রকম জাঁকাল পোষাক প'রে তুমি সহরময় ঘুরে বেড়াও তার চাইতে অত্যধিক খরচ আর কিসে হতে পারে? কালই তোমার বোনকে আমি এ বিষয়ে আপত্তি জানাচ্ছিলুম; তুমি ত তার চাইতেও খারাপ। এতে দেবতার অভিশাপ লাগবে না? মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যা

সব প'রে রয়েছ তার যদি হিসাব ধরা যায় তবে দেখবে যে ঐ টাকায় একটা বড় পরিবারের সম্বৎসরের খোরাক চলে যেতে পারে। দেখ, কমল, তোমাকে আমি একশোবার বলেছি যে তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত অসুখী ; তুমি রাজার চালে বাস কর। এই সব দামী পোষাক কিনতে নিশ্চয় তুমি আমার অর্থ অপহরণ কর।

কমল। আপনার অর্থ অপহরণ করি! কিরূপে করি?

হরিধন। তা আমি কি করে জানব? তা নইলে কোত্থেকে তুমি এমন সব দামী পোষাক পাও?

কমল। আমি, পিতা? আমি ঘোড়দৌড়ে খেলি, তাতে আমার বরাত ও ভাল। আমি যে টাকা তাতে পাই তা সবই আমার পোষাকের জন্য ব্যয় করি।

হরিধন। (কমলের অর্থলাভের উপায় জানিয়া হর্ষান্বিত) এ ভারি অন্যায়। তোমার বরাত যদি এতই ভাল তা হলে ঐ টাকা নিয়ে আরও লাভ করা তোমার উচিত। টাকাগুলি যদি অন্তত: একটা মোটা সুদেও খাটাতে তাতে ভবিষ্যতে আরও বেশী টাকা পেতে পার। ধর না এই ক'টা জিনিসই ; আমি বুঝতে পারি না এই ফিনফিনে দামী কামিজের কি প্রয়োজন ; এত রকমের বাহারে রুমালেরই বা কি দরকার? দু'পয়সার তেল মাথলে মাথার চুল ঠিক থাকে, তার জন্য সৌখিন সুগন্ধি তেল কত খরচ কর বল দেখি? তেল রুমাল পোষাকেই তোমার মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা খরচ হয়ে যায়।

ভেবে দেখ দেখি ঐ টাকাটা সুদে খাটলে মাসে অন্ততঃ আটা আনা পয়সা আসে না কি ?

কমল। আপনি ঠিকই বলেছেন, পিতা।

হরিধন। আচ্ছা, এ বিষয়ে ঢের কথা হয়েছে, এখন অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। (কমল ও বেলাকে নিভৃতে কথা বলিতে দেখিয়া জনান্তিকে) আমার বিশ্বাস এরা আমার কিছু টাকা মারবার মতলব আঁটছে। (প্রকাশ্যে) তোমরা ফিস ফিস করে কি পরামর্শ ক'রছ ?

বেলা। আমাদের দু'জনারই কিছু বলবার আছে, পিতা, কিন্তু আমরা স্থির করতে পারছি না, কার কথা আপনাকে আগে ব'লব।

হরিধন। বেশ, বেশ, তোমাদের উভয়কে বলবার কিছু কথা আমারও আছে।

কমল। পিতা, বিবাহ সম্পর্কে আমরা আপনাকে কিছু বলতে চাই।

হরিধন। ঠিকই হয়েছে, আমিও ঐ বিষয়েই তোমাদের কিছু বলতে ইচ্ছা করি।

বেলা। (অত্যধিক আতঙ্কে) সে কি, পিতা !

হরিধন। এর মানে কি, বেলা ? বিবাহের কথা কিম্বা বিবাহ, এ দুইয়ের কোনটার জন্য তোমার এত ভয় ?

কমল। আপনি কি ভাবে এটা গ্রহণ করবেন তার উপরে নির্ভর করছে আমরা বিবাহকে ভয় করব কি না। এ বিষয়ে

আমাদের ইচ্ছা আপনার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী নাও হতে পারে।

হরিধন। একটু ধীরে বল। তোমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নাই। তোমাদের পক্ষে কি শুভ তা আমি বেশী জানি। আমার যা ইচ্ছা তার বিরুদ্ধে তোমাদের কোনও অভিযোগ থাকবে না। গোড়া থেকেই ধর না কেন। (কমলের প্রতি) আমাদের প্রতিবেশী মনোরমা নামে একটী মেয়েকে তুমি চেন কি ?

কমল। হাঁ, পিতা, বেশ চিনি।

হরিধন। (বেলার প্রতি) তুমি ?

বেলা। আমিও জানি।

হরিধন। (কমলের প্রতি) আচ্ছা, কমল, সে মেয়েটী কেমন মনে হয় ?

কমল। মেয়েটী অতি ভাল।

হরিধন। তার মুখের গড়ন ?

কমল। কমনীয় ; সে অতিশয় বুদ্ধিমতীও বটে।

হরিধন। তার চালচলন আর ভাবভঙ্গী ?

কমল। অতি সুন্দর সন্দেহ নাই।

হরিধন। তোমার কি মনে হয় না যে এমন মেয়ের কথা আমাদের ভাবা উচিত ?

কমল। হাঁ, পিতা।

হরিধন। বিবাহের জন্য এ মেয়েটী কি খুবই বাঞ্ছনীয় নয় ?

কমল। খুবই বাঞ্ছনীয়।

হরিধন। সে যে সতর্ক ও মিতব্যয়ী হবে তাতে ত কোনও সন্দেহ নাই ?

কমল। নিশ্চয়ই না।

হরিধন। এও সত্যি, যে তাকে বিবাহ করবে সে সুখেই জীবন কাটাবে ?

কমল। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, পিতা।

হরিধন। তবে একটী বাধা আছে। আমরা যেরূপ আশা করি তেমন পণের টাকা কিন্তু ঘরে আসবে না।

কমল। সে কি পিতা, যখন এমন গুণবতী স্ত্রী পাওয়া যাচ্ছে তখন কি আর পণের কথা ভাবা উচিত ?

হরিধন। না, তবে এও ভাবা উচিত যে যদি আমরা আশানুরূপ পণ না পাই তবে অন্য কোনও প্রকারে তা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

কমল। তা সত্যি।

হরিধন। তুমি যে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়েছ এতে আমি যে নিতান্ত খুসী হয়েছি তা আমাকে বলতেই হবে। মেয়েটীর নম্রস্বভাব ও মধুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই, যদি অন্ততঃ সামান্য কিছু পণও পাওয়া যায় তবে আমি স্থির করেছি যে তাকে আমি বিবাহ করব।

কমল। অ্যাঁ, বলেন কি ?

হরিধন। কেন, কি হ'ল ?

কমল। আপনি বলছেন যে আপনি……?

হরিধন। মনোরমাকে বিবাহ করব।

কমল। কে? আপনি? পিতা, আপনি?

হরিধন। হাঁ, আমি, আমি, আমি। তোমার এ রকম করবার মানে কি?

কমল। না, পিতা, হঠাৎ আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল, আমি একটু বাইরে বেঁড়িয়ে আসি।

হরিধন। ও কিছু নয়। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেল তা হলেই সেরে উঠবে। (কমলের প্রস্থান) ঐ তোমাদের মেয়েলি ধাঁচের আধুনিক একটা সৌখীন বাবু। কিছু সহ্য করবার শক্তি নাই, একটুকুতেই এলিয়ে পড়েন। তা যাক। বেলা, আমি নিজের জন্য ত এই রকমটা স্থির করেছি। তোমার দাদার কথাও ভেবেছি; আজই প্রাতে একটা পূর্ণ বয়স্ক মেয়ের কথা জানতে পেরেছি; দেখতে তত ভাল নয় বটে; কিন্তু তা আর কি করা যায়; সবই ত এক জোটে পাবার আশা করা যায় না। পণ বাবদে কিন্তু একটা মোটা টাকা আসবে। তোমার বিবাহ অবিনাশের সঙ্গে দেব স্থির করেছি।

বেলা। পিতা, অবিনাশবাবুর সঙ্গে?

হরিধন। হাঁ, সে স্থির, গম্ভীর, বুদ্ধিমান লোক; তার বয়স পঞ্চাশও হয় নি। তার অগাধ সম্পত্তির কথা সবাই জানে।

বেলা। পিতা, বিবাহে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই।

হরিধন। কিন্তু, কন্যা, বিবাহ তোমাকে করতেই হবে, অবিনাশকেই।

বেলা। পিতা, ক্ষমা করুন।

হরিধন। তা হয় না।

বেলা। (স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্পর্দ্ধাভরে) অবিনাশবাবু অতি সজ্জন লোক কিন্তু আমি তাঁকে বিবাহ করব না, পিতা।

হরিধন। আবার বলছি, বিবাহ তোমাকে করতেই হবে; আজ রাত্রেই তোমার পাকা দেখা হবে।

বেলা। আজ রাত্রে?

হরিধন। হাঁ, আজ রাত্রে।

বেলা। পিতা, এ কিছুতেই হবে না।

হরিধন। কন্যা, এ হতেই হবে।

বেলা। কথনও নয়।

হরিধন। দেখে নিও!

বেলা। আমি বলছি, কথনও নয়।

হরিধন। আমি বলছি, নিশ্চয়ই।

বেলা। আপনি কিছুতেই জোর করে আমার বিবাহ দিতে পারবেন না।

হরিধন। আমি জোর করেই তোমার বিবাহ দেব।

বেলা। এমন বিবাহে সম্মত হওয়ার চেয়ে আমি আত্মঘাতী হব।

হরিধন। তুমি আত্মহত্যা করবে না, বিবাহই করবে। এমন

নির্লজ্জ মেয়েও ত দেখিনি। কন্যা হয়ে পিতাকে এমন দুর্ব্বাক্য বলে।

বেলা। কোনও পিতা কি কখনও এমন করে কন্যার বিবাহ দেয় ?

হরিধন। এ বিবাহের বিরুদ্ধে কিছুই বলবার নাই। প্রত্যেক নিরপেক্ষ ভদ্রলোকই আমার এই নির্ব্বাচন অনুমোদন করবে।

বেলা। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, কোনও ভদ্রলোকই এ কাজ অনুমোদন করবে না।

হরিধন। এই যে বসন্ত আসছে। এ কি বলে জিজ্ঞাসা করব কি ?

বেলা। (সহর্ষে) আমি খুব রাজি।

হরিধন। এর কথা তুমি মানবে ?

বেলা। হাঁ, এ যা বলবে আমি তাই গ্রহণ করব।

হরিধন। আমিও তাতে সম্মত আছি। (বসন্তের প্রবেশ) বসন্ত, আমি ও আমার কন্যার মধ্যে একটী তর্কে আমরা তোমাকে বিচার করতে আহ্বান করছি। তর্কে কার জিৎ তা তোমাকে স্থির করতে হবে।

বসন্ত। অবশ্যই আপনার জিৎ হবে।

হরিধন। কিন্তু কি বিষয় নিয়ে তর্ক তা কি তুমি জান ?

বসন্ত। না, কিন্তু আপনার পরাজয় হতেই পারে না। আপনি যে যুক্তির অবতার।

হরিধন। আমি ইচ্ছা করেছি যে আমার কন্যাকে একটী সৎ ও

ধনী পাত্রে বিবাহ দেব, আজই তার পাকা দেখা হবে। আর এই মেয়েটা বলে কিনা যে তাকে সে বিবাহ করবে না। এতে তুমি কি বল?

বসন্ত। আমি কি বলি?

হরিধন। হাঁ হে।

বসন্ত। অ্যাঁ, অ্যাঁ!

হরিধন। কি বলছ?

বসন্ত। আমি বলি যে মোটের উপর আমার মত আপনার মতেরই অনুরূপ; আপনার কি ভুল হতে পারে? তবু মনে হয় উনিও একেবারে ভ্রান্ত নন। আরও…।

হরিধন। সে কি হে? অবিনাশ অতি সৎপাত্র। সে সৎকুলোদ্ভব এবং অতি ভদ্র; তার চালচলন সাদাসিধে; সে প্রভূত অর্থশালী। তার প্রথম পক্ষের সন্তানাদি আর বেঁচে নেই। এর চাইতে ভাল পাত্র আর কি করে হতে পারে?

বসন্ত। তা সত্যি। কিন্তু উনি হয়ত বলবেন যে আপনি বড় দ্রুত সব স্থির করে ফেলছেন এবং নানা দিক থেকে ভেবে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে ওঁকে খানিকটা সময় যে দেওয়া দরকার তা হয়ত আপনি…।

হরিধন। কিন্তু এমন সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় কি নেই? সময় নিয়ে খানিকটা ভাবলেই কি আর হবে বল? এমন সুযোগ আর পাব না। ভেবে দেখ অবিনাশ একটী পয়সা পণ নেবে না বলেছে।

বসন্ত। পণ নেবে না?

হরিধন। একটী পয়সাও নয়।

বসন্ত। ওঃ, তা হলে আমার আর কিছুই বলবার নেই। এর চাইতে ভাল যুক্তি আর কি হতে পারে? এই তর্কে আপনার কন্যাকে পরাজিত হতেই হবে।

হরিধন। এতে কতটা খরচ যে বাঁচবে তা একবার খতিয়ে দেখ।

বসন্ত। নিশ্চয়ই, এ যুক্তির আর কোনও জবাব নাই। অবশ্য আপনার কন্যা বলতে পারেন, লোকে সাধারণতঃ যা মনে করে তার চাইতে বিবাহ ব্যাপারটা অনেক গুরুতর; উনি হয়ত এও বলবেন যে বিবাহের উপর সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, সুতরাং বিশেষ না ভেবে চিন্তে যা আমরণ টি'কবে এমন বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অনুচিত।

হরিধন। কিন্তু বিনা পণে!

বসন্ত। অবশ্য সেইটাই চরম যুক্তি। তবে এমন মূর্খও থাকতে পারে যে হয়ত বলবে, এরূপ সমস্যায় আপনার কন্যারও একটা মতামত আছে এবং বয়স, মেজাজ ও মনোভাবের এতটা পার্থক্য হলে বিবাহিত জীবনে নানা রকম অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়ে সমস্ত জীবন অসুখী হতে পারে।

হরিধন। কিন্তু বিনা পণে!

বসন্ত। তাই ত! এ কথা সবাইকেই স্বীকার করতে হবে যে এর আর কোনও উত্তরই নাই। পৃথিবীতে কে আর এর প্রতিবাদ করবে? আমি এ কথা বলছি না, তবে অনেক

পিতা হয়ত ভাববে, যে টাকাটা পণ দিয়ে ক্ষতি হবে তার চাইতে তাদের কন্যার সুখের মূল্য অনেক বেশী। তারা হয়ত নিজের স্বার্থ টা তত দেখবে না এবং রুচির মিলনে যে শান্তি সুখ ও সম্ভ্রম লাভ করা যায় সেইটাই বড় করে দেখবে! হয়ত তারা……।

হরিধন। কিন্তু বিনা পণে।

বসন্ত। সত্যি, আর কিছু বলবার জো নাই। বিনা পণে। এ যুক্তির কি কোনও খণ্ডন আছে?

হরিধন। (বাগানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জনান্তিকে) ওহো, একটা কুকুর ডেকে উঠল না? কেউ কি আমার সোণাটার খোঁজ পেল না কি? (বসন্তর প্রতি) একটু সবুর কর, আমি এখনি ফিরে আসছি। [হরিধনের প্রস্থান।

বেলা। বসন্ত, তুমি পিতাকে এই মাত্র যা বললে তা নিশ্চয়ই তোমার প্রকৃত মনের কথা নয়।

বসন্ত। উনি বিরক্ত না হন তাই অমনি বলেছি। এতে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি বরঞ্চ ভালই হবে। জোর করে ওঁর কথার প্রতিবাদ করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এক ধরণের লোক আছে তাদের কেবল এমনি পরোক্ষভাবেই বশ করা যায়; তারা কোনও সরল প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না; তাদের কাছে সত্য কথা বললে তারা ভারি একগুঁয়েমি করে; ন্যায়ের সোজা পথ তাদের দেখিয়ে দিলে অমনি বেঁকে বসে; তাদের যদি নিজ মতে আনতে চাও তবে ঠিক উল্টো দিক

থেকে ভঙ্গাতে হবে। তাদের মতেই চলেছ এই ভান করতে হবে; তাতেই সফল হবার আশা বেশী। আর……।

বেলা। কিন্তু, বসন্ত, এই যে বিবাহ?

বসন্ত। কোনও ছলে ওটা ভেঙ্গে দেওয়া যাবে।

বেলা। কিন্তু এ যদি আজ রাত্রেই হয় তবে তত শীঘ্র কি উপায় বার করবে?

বসন্ত। এর জন্য সময় নিয়ে দেরী করবার ভার তোমার উপর। যে কোনও ছল করে, অসুখ করেছে বলে এখনকার মতন ওটা পেছিয়ে দাও।

বেলা। কিন্তু যদি ডাক্তার ডেকে আনে তা হলে যে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

বসন্ত। ক্ষেপেছ? তা মোটেই নয়। তুমি কি মনে কর ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয়ের যে ভান করে তা সত্যি? বোকা মেয়ে, কোনও ভয় নেই। সত্যি বলছি, তুমি যে কোনও রোগেরই ভান করনা কেন ডাক্তার এসে তার একটা উপযুক্ত কারণ বের করে ফেলতে একটুও কষ্ট পাবে না।

হরিধনের পুনঃ প্রবেশ

হরিধন। (রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্তে জনান্তিকে) না, ও কিছু নয়, সবই ঠিক আছে।

বসন্ত। (হরিধনকে না দেখিয়া) আর যদি কোনও উপায় নাই হয় তবে আমাদের এখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র যেয়ে বাস

করতে হবে। বেলা, আমাদের প্রেম যদি সত্যিই গভীর হয় তা হলে……(হরিধনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) হাঁ, সর্ব্বদাই পিতার অনুজ্ঞা পালন করা সন্তানের কর্ত্তব্য। পিতৃনির্দ্দিষ্ট পাত্র সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করাও তাদের অনুচিত। আর সব চেয়ে বড় সমস্যা, বিনা পণের কথা যখন ওঠে তখন যে পাত্রই তাদের জন্য স্থির করা হোক না কেন তাকেই সাদরে বরণ করে নেওয়া প্রত্যেক কন্যারই অবশ্য কর্ত্তব্য।

হরিধন। উত্তম, এ কথাটী বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে বলা হয়েছে।

বসন্ত। (যেন হরিধনকে দেখিয়া চমকাইয়া) আমাকে ক্ষমা করুন; আমি হয়ত ঝোঁকের বশবর্ত্তী হয়ে যা বলা উচিত তার চাইতে বেশী বলে ফেলেছি।

হরিধন। না, না, আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। আমি ইচ্ছা করি যে বেলা সম্পূর্ণ তোমার বশবর্ত্তী হয়ে উঠুক। (বেলার প্রতি) হাঁ, বসন্তর পরামর্শ মতই তোমার চলা উচিত। ভগবান তোমার উপর আমাকে যত ক্ষমতা দিয়েছেন তার সবটাই আমি বসন্তকে দিলুম। তার কথা শুনে চললেই আমি সব চেয়ে সুখী হব।

বসন্ত। (বেলার প্রতি) যা বললুম বেশ করে ভেবে দেখবেন। তার পরে যদি পারেন ত আমার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করবেন।

[অতি ধীরে ধীরে বেলার প্রস্থান।

যদি আপনি অনুমতি করেন ত আমি আপনার কন্যার অনুসরণ

করি এবং যে কথাটা বিস্তারিত করে বলছিলুম সেটা আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি।

হরিধন। হাঁ, তাই কর। তুমি আমার বড়ই উপকার করলে।

বসন্ত। ওঁকে একটু কড়া শাসনে রাখা উচিত।

হরিধন। সত্যিই ত, তুমি তা হলে......।

বসন্ত। ভয় পাবেন না।' আমার মনে হয় যে আমি যুক্তি দিয়ে ওঁকে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে এ বিবাহে সম্মত করাতে পারব। তবে কিছু সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

হরিধন। তাই কর, তাই কর। তুমি বড় সুবোধ ছেলে। আমি তা হলে সহরে একটু বেড়িয়ে আসিগে, বেশী দেরী হবে না, শীঘ্রই ফিরব।

বসন্ত। (যে দরজা দিয়া বেলা গিয়াছে সেই দিকে চলিতে চলিতে, যেন বেলাকেই উদ্দেশ করিয়া) হাঁ, পৃথিবীতে টাকাই সব, টাকার চাইতে আর কি বেশী প্রয়োজনীয়? ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে এমন গুণী লোককে তিনি পিতারূপে পাঠিয়েছেন। সংসারের অভিজ্ঞতা, জীবনের উদ্দেশ্য সব উনি জানেন। যখন কোনও লোক বিনা পণে বিবাহ করতে সম্মত হয় তখন আর ভাববার কিছুই নাই। সবই ঐ দু'টী কথার মধ্যে আছে। সৌন্দর্য্য, যৌবন, জ্ঞান, সততা, সম্ভ্রম যাই বল না কেন বিনা পণের কাছে এসব কিছুই লাগে না।

[বসন্তের প্রস্থান।

হরিধন। আহা, ছোকরা বড় সৎলোক; কথা বলে না যেন প্রত্যাদেশ পেয়েছে। এমন একটী গোমস্তা যার আছে তার সুখের কি আর সীমা আছে?

দ্বিতীয় অঙ্ক

কমল ও ফেলা

কমল। আরে হতভাগা, এতক্ষণ কোথায় পালিয়েছিলি? আমি তোকে বলি নি যে······?

ফেলা। হাঁ, বাবু, আমি এখানে এসে আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু কর্ত্তাবাবু অতি দুর্জ্জন লোক, তিনি আমাকে তাড়িয়ে রাস্তায় বার করে দিলেন। তা ছাড়া মার প্রায় খেয়েছিলুম আর কি।

কমল। তোর কাজ কেমন চলেছে? আমার ব্যাপার ত বড়ই সঙ্গীন। আমি জানতে পেরেছি যে বিবাহে পিতাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ফেলা। সে কি, কর্ত্তাবাবু প্রেমে পড়েছেন?

কমল। তাই ত দেখছি। হঠাৎ জানতে পেরে আমার মনোভাব গোপন করা বড়ই কঠিন হয়েছিল।

ফেলা। তিনি প্রেমচর্চ্চা করেন! উনি কি মনে করেন? প্রেম কি তাঁর মতন চামচিকের জন্য তৈরি হয়েছিল?

কমল। আমার পাপের শাস্তিস্বরূপ এই প্রেম তাঁর মগজে ঢুকেছে।

ফেলা। কিন্তু আপনার প্রেমের কথা আপনি তাঁর কাছে প্রকাশ করে বলেন নি কেন?

কমল। যাতে পিতা সন্দেহ না করেন। যদি কোনও ছলে এই বিবাহ বন্ধ করতে পারি সে সুযোগও হাতে থাকবে। তুই কি খবর এনেছিস?

ফেলা। দেখুন বাবু, যারা ঋণ করে তারা কৃপার পাত্র। আপনার মত যারা সুদখোরের হাতে বাঁধা থাকে অনেক উদ্ভট ব্যাপার তাদের সহ্য করতে হয়।

কমল। তা হলে বিফল হয়েছিস বল?

ফেলা। মাপ করবেন। শ্রীমন্তদালাল অতি চতুর লোক, কাজও করে ভাল। সে বলেছে যে আপনার জন্য সে একবার বিশেষ চেষ্টা করে দেখবে। আপনাকে দেখে সে নাকি মুগ্ধ হয়ে গেছে।

কমল। যে পনর হাজার টাকা আমার দরকার সে টাকাটা তা হলে পাব কি?

ফেলা। হাঁ, কিন্তু গোটা কয়েক সামান্য সর্ত্ত আছে, তাতে আপনাকে সম্মত হতে হবে।

কমল। যে লোকটা আমাকে টাকা ধার দেবে তার সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ হয়েছে কি?

ফেলা। না, না, এসব ব্যাপার কি অমনি করে হয়ে থাকে? অজ্ঞাত থাকবার ইচ্ছাটা আপনার চেয়ে তার কম নয়। এসব ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য। তার নাম কিছুতেই প্রকাশ করা যাবে

না এবং একটী গুপ্তস্থানে যেয়ে তার সঙ্গে আপনার দেখা করতে হবে; সেখানে আপনার সামাজিক ও পদমর্য্যাদার সমস্ত কথা সে নিজে শুনবে। কিন্তু কোনও আশঙ্কা নাই; আপনার পিতার নাম শুনলেই আপনি যা চান তাই সে দিতে সম্মত হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কমল। বিশেষতঃ যখন আমার মা গত হয়েছেন আর তাঁর কাছ থেকে যে সম্পত্তিটা পাব পিতা তা কেড়ে নিতে পারেন না।

ফেলা। এই দেখুন, কথাবার্ত্তা অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যে কয়টী সর্ত্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে দালালের হাতে সে তাই লিখে পাঠিয়েছে।

কমল। (ফেলা প্রদত্ত কাগজ পড়িয়া) "খাতকের জামিন, বয়স, পারিবারিক সম্পত্তি বিষয়ে যদি মহাজন নিঃসন্দেহ হয় তবে পরিচিত ও বিশ্বস্ত সাক্ষীর উপস্থিতিতে একটী তমসুক লেখা হইবে; সাক্ষী সবই মহাজন নির্ব্বাচন করিবে।" এতে আমি রাজি আছি। (পুনশ্চ পড়িয়া) "মহাজন বিবেচক ও সৎলোক, তাই সে সুদের হার কম করিয়া শতকরা মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা সুদ লইয়া টাকা ধার দিবে।" শতকরা মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকা! মহাজনটী অতি সজ্জন। আমাদের আপত্তির কোনও কারণই নাই, ফেলা।

ফেলা। (মাথা চুলকাইয়া দ্বিধাভরে) আজ্ঞে, তা সত্যিই ত।

কমল। (পড়িয়া) "কিন্তু মহাজনের হাতে নিজের টাকা নাই; খাতকের বিশেষ সুবিধার জন্য অন্য মহাজনের নিকট হইতে

শতকরা বিশ টাকা সুদে সে নিজে ঐ টাকা ধার করিয়া খাতককে দিবে। খাতককে তাহা হইলে উক্ত সুদটাও দিতে হইবে, কেন না তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই মহাজন এই দেনা করিতে বাধ্য হইবে।" শয়তান, পিশাচ। এ যে কাবুলিরও বাড়া। এ যে শতকরা পঁচিশ টাকারও বেশী সুদ হ'ল।

ফেলা। তা সত্যি, আমিও দালালকে ঐ কথাই বলেছি। এখন আপনার যা উচিত বিবেচনা হয় ভেবে চিন্তে তাই ঠিক করুন।

কমল। ভাবব আর কি ক'রে? আমার টাকা চাইই, তাই সব সর্ত্তেই আমাকে রাজি হ'তে হবে।

ফেলা। দালালকে আমি ত ঐ কথাই বলেছি।

কমল। আর কি সর্ত্ত আছে?

ফেলা। পড়ে দেখুন বাবু।

কমল। (পড়িয়া) "তমসুকের পনর হাজার টাকা মহাজন নগদ দিতে পারিবে না; বার হাজার নগদ আর বক্রী টাকা এই ফর্দ্দে লিখিত অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া মাল দেওয়া হইবে।" এর মানে কি?

ফেলা। ফর্দ্দটা একটু পড়ে দেখুন।

কমল। (পড়িয়া) "একটী ছয়পদবিশিষ্ট হস্তিদন্ত-খচিত পালঙ্ক, অতি সূক্ষ্ম বসনের মশারি, আটটী ভেলভেট বস্ত্রাচ্ছাদিত কেদারা।" এসব নিয়ে আমি কি ক'রব? আরও আছে দেখছি। (পড়িয়া) "কাশ্মীরী শালের পুরু পর্দ্দা ও

তদ্দেশীয় গালিচা ; একটী মেহগ্নি টেবিল, সঙ্গে পাঁচটী বসিবার আসন।" কি জ্বালা! এসব আমার কি কাজে আসবে তা ত ভেবে পাই না।

ফেলা। সবটা পড়ে নিন না।

কমর্ণ। (পড়িয়া) "দু'টী তীক্ষ্ণধার তলোয়ার, একটীর হাতল মুক্তাখচিত। একটী গ্যাসের বড় ষ্টোভ, তাতে সব জিনিসই রন্ধন করা যায়।" ফেলা, আমি পাগল হয়ে যাব। (পড়িয়া) "একটী তাস খেলিবার টেবিল, একটী বিলিয়ার্ড টেবিল। একটী গোসাপচর্ম্মের আবরণ, তিন ফুট লম্বা, দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলে অতীব সুশোভন। উপরি উক্ত সমস্ত মালের প্রকৃত মূল্য সাড়ে চারি হাজার টাকা। কিন্তু যেহেতু মহাজন খাতকের ইষ্টাকাঙ্ক্ষী তাই মূল্য কমাইয়া মাত্র তিন হাজার টাকা ধরা হইল। ইতি।" ব্যাটার ইষ্টাকাঙ্ক্ষার কপালে ঝাড়ু। জোচ্চোর ব্যাটা গলায় ছুরী দেবে দেখছি। এই ভয়ঙ্কর সুদ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তার ওপর আবার তিন হাজার টাকা নিয়ে এই পুরাণো ভাঙ্গা জিনিসগুলো আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছে। আমাকে উপায়হীন জেনেই এসব করতে সাহস পেয়েছে। এর চেয়ে আমার বুকের উপর বসে গলায় ছুরী চালালেও যে ভাল হ'ত।

ফেলা। যদি মাপ করেন, বাবু, ত বলি যে আপনাকে ধ্বংস করবার এই ফন্দি ; এ যেন আগাম টাকা নিয়ে বেশী দামে মাল কিনে কম দামে বেচা ; ফসল হবার আগেই খড় কেটে নেওয়ার মত।

কমল। আমায় কি করতে বলিস তা হলে? বাপের অতিরিক্ত লোভের জন্য এমনি করেই ত তাদের ছেলেরা নষ্ট হয়। এর পরেও পুত্রেরা যদি পিতার মৃত্যু-কামনা করে তা হলে লোকেরা আশ্চর্য্য হয় কেন তা ত বুঝতে পারি না।

ফেলা। কর্ত্তাবাবুর জঘন্য ব্যবহারে অতি শান্ত লোকেরও যে ধৈর্য্যচ্যুতি হবে তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে আমার জেলে যাবার ইচ্ছা মোটেই নাই; আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেরই দুর্দ্দশা দেখেছি কিনা তাই আর ওদিকে মতিগতি হয় না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কর্ত্তাবাবুর ব্যবহারে এক এক সময়ে মনে হয় যে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব চুরি করি; বোধ হয় তা করলে অতি পুণ্যফল লাভ হবে।

কমল। কাগজটা দেখি আর একবার ভাল করে। কি যে করি স্থির করতে পারছি না।

(রঙ্গমঞ্চের অন্যত্র হরিধন ও শ্রীমন্তর প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। হাঁ মশাই, সে একটী ছোকরাই বটে, কিন্তু টাকাটার তার নিতান্ত প্রয়োজন। তার এমনি অবস্থা যে উচ্চহারে সুদ দিয়েও সে ধার করতে রাজি আছে। সে আপনার সব সর্ত্তেই সম্মত হবে।

হরিধন। কিন্তু শ্রীমন্তবাবু, আপনি নিশ্চিত জানেন কি যে এতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই? সে বাবুটীর নাম ধাম সম্পত্তি ও পরিবার সম্বন্ধে আপনি খোঁজ নিয়েছেন কি?

শ্রীমন্ত। না, তা এখনও নেওয়া হয় নি। তার সঙ্গে পরিচয় আমার ঘনিষ্ঠ নয় কিন্তু সে নিজেই এসে সব কথা আপনাকে বলবে। তার ভৃত্য আমাকে বলেছে যে সব খবর শুনলে তাকে টাকা ধার দিতে আপনার কোনও আপত্তি হবে না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে তার পিতা অতি ধনীলোক ব'লে সহরে পরিচিত, তার মাতা মৃত। সে নিজে শপথ করে এও বলতে রাজি আছে যে তার কৃপণ পিতা বছর না ঘুরতে নিশ্চয়ই গঙ্গালাভ করবে।

হরিধন। তা হলে ত সবই ভাল। শ্রীমন্তবাবু, সামর্থ্যানুযায়ী লোকের উপকার করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্ত। নিশ্চয়।

ফেলা। (শ্রীমন্তকে দেখিয়া একান্তে কমলের প্রতি) এর মানে কি? শ্রীমন্ত কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলছে যে!

কমল। (একান্তে ফেলার প্রতি) ওকে কি বলেছিস আমি কে? ও ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না?

শ্রীমন্ত। (কমল ও ফেলাকে দেখিয়া) এই যে, আপনারা ঠিক সময়েই এসেছেন। কিন্তু এখানে যে আসতে হবে তা আপনাকে কে জানিয়েছে? (হরিধনের প্রতি) আমি এঁদের আপনার নাম ও ঠিকানা বলি নি। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি আর কি হয়েছে। (কমলকে দেখাইয়া) ইনি অতি বিশ্বাসী লোক। এখন আপনারা কাজের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করতে পারেন।

হরিধন। সে কি?

শ্রীমন্ত। (কমলকে দেখাইয়া) আপনাকে যে বলেছিলুম একজন পনর হাজার টাকা ধার করতে চান, ইনিই সেই ভদ্রলোক।

হরিধন। কি, পাজি, নচ্ছার! তুমি স্বচ্ছন্দে এত অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছ?

কমল। তাই ত, পিতা যে! আপনি এরূপ অত্যাচারী সুদখোরের হীন কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

(শ্রীমন্ত ও ফেলার ছুটিয়া পলায়ন)

হরিধন। এরূপ ভীষণ সুদে টাকা ধার করে তুমি ধ্বংসের পথে চলেছ?

কমল। এরূপ ভীষণ সুদ নিয়ে আপনি লোকের সর্ব্বনাশ করেন?

হরিধন। এর পরেও তোমার এত সাহস যে সামনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ?

কমল। আর এর পরেও আপনি লোক সমাজে মুখ দেখাতে সাহস করেন?

হরিধন। অসম্ভব অমিতাচার, অত্যধিক বাহুল্য ব্যয়, এত কষ্টে পিতা যে অর্থ সঞ্চয় করেছে তার অপব্যয়, এই সব কুকার্য্য করতে তোমার লজ্জাবোধ করে না?

কমল। এমনি কারবার চালিয়ে, অর্থ সঞ্চয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় খ্যাতি সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে, কুসিদজীবি নানা ঘৃণিত উপায়কে পরাস্ত করে নিত্য নূতন নীচ উপায় উদ্ভাবন করে

আমাদের আত্ম-সম্মান নষ্ট করতে আপনার লজ্জাবোধ করে না ?

হরিধন। চলে যাও এখান থেকে, পাপিষ্ঠ, এখুনি চলে যাও।

কমল। আপনার বিবেচনায় কে বেশী অপরাধী ? অর্থকষ্টে যে টাকা ধার করতে উদ্যত, না ফিকিরফন্দী করে যে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসঞ্চয় করে ?

হরিধন। তুমি যাবে কিনা বল ; আর আমাকে রাগিও না।

[কমলের প্রস্থান।

মোটের উপরে এই অভাবনীয় ঘটনায় আমি বিশেষ দুঃখিত হই নি। পুত্রের কার্যকলাপের উপর সবিশেষ নজর রাখা যে প্রয়োজনীয় এ শিক্ষাটা ত অন্ততঃ হ'ল।

ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

[ভট্টাচার্য—মধ্যবয়স্ক ; দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাধারণবেশ—নগ্ন দেহে একটী মোটা চাদর, সাধারণ ধুতি পরিহিত ; বিলম্বিত শিখা]

ভট্টাচার্য্য। কেমন আছেন, কর্ত্তাবাবু ?

হরিধন। এই যে ভট্টাচার্য্যমশাই, আসুন। একটু সবুর করুন আমি এখুনি আসছি। (জনান্তিকে) একবার চট করে দেখে আসি বাগানে পোঁতা সোনার তালটা ঠিক আছে কি না। (হরিধনের প্রস্থান) (অপর দিক দিয়া ফেলার প্রবেশ)

ফেলা। (ভট্টাচার্য্যকে না দেখিয়া জনান্তিকে) এ ব্যাপারটা ত ভারি হাস্যকর হ'ল। কর্ত্তার অনেক জিনিস-পত্তর নিশ্চয়ই

কোথাও লুকানো আছে। ফৰ্দ্দে যে সমস্ত জিনিস লেখা রয়েছে তার একটীও ত বাবু কিম্বা আমি কখনও দেখি নি।

ভট্টাচার্য্য। এই যে ফেলা, তুমি এসেছ না কি? ভাল ত?

ফেলা। (চমকিয়া) আহা, ভট্টাচার্য্যমশাই, আপনি? প্রণাম হই। কি কাজে এখানে এসেছেন?

ভট্টাচার্য্য। কি কাজে এসেছি? যার জন্য সব জায়গায় যাই সেই কাজ। অন্য লোকের কাজে ব্যস্ত থাকি, সবাইকে সাহায্য করি, আর যা সামান্য ক্ষমতা আছে তা খাটিয়ে কিছু লভ্য করে নিই। আমাদের মত লোকেরা যা করে, নানা ফন্দিফিকির করে কিছু উপায় করা আর কি।

ফেলা। কর্ত্তার কাছে কোনও কাজ আছে কি?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, আমি তাঁর জন্য একটি কাজে হাত দিয়েছি, সেটী হাঁসিল করতে পারলে নিশ্চয়ই কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে।

ফেলা। কর্ত্তা আপনাকে পুরস্কার দেবেন? তাঁর কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করতে পারেন তা হলে আপনার বাহাদুরী বলতে হবে। আপনাকে গোড়াতেই জানিয়ে রাখছি, টাকাকড়ির ব্যাপারে তাঁকে কখনও উপুড়-হস্ত হতে আশা করবেন না।

ভট্টাচার্য্য। তা হতে পারে। কিন্তু এমনও ত কাজ আছে যাতে লোকের হৃদয় গলে যায়।

ফেলা। আপনি তা হলে কর্ত্তাকে চেনেন না। মনুষ্যজগতে এমন

অমানুষ, ক্রূর ও কৃপণ আর দ্বিতীয়টী পাবেন না। এমন কোনও কাজ নাই যার জন্য পুরস্কার দিতে উনি ঘরের টাকা বার করবেন। আপনি যদি প্রশংসা, মিষ্ট কথা, দয়া, বন্ধুত্ব চান ত তা প্রচুর পাবেন। কিন্তু টাকা? সেটী হবার জো নাই। এ একেবারে শুকনো কাঠ, যত কেন না নিঙ্‌ড়ে ফেলুন কোনও রস বেরোবে না। "দেওয়া" এই কথাটা ওঁর ধাতেই সয় না। তাই যদি কেউ ওঁকে আশীর্ব্বাদও দিতে বলে তবুও উনি এ বলেন না যে "আশীর্ব্বাদ দিয়ে দিলুম," বলেন যে "আশীর্ব্বাদ ধার দিলুম।"

ভট্টাচার্য্য। তা হয় ত সত্যি। কিন্তু কি করে লোকের গাঁটের টাকা বার করতে হয় তা আমি জানি। তোষামুদে কথা বলে আর লোকের কোন্ বিষয়ে দুর্ব্বলতা তা জেনে আমি তাদের বশ করতে পারি।

ফেলা। এ ক্ষেত্রে সবই বৃথা হবে। আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে টাকা বিষয়ে কর্ত্তাকে আপনি একটুও টলাতে পারবেন না। এ একেবারে যাকে বলে গিয়ে কঞ্জুষ। ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে যদি অনাহারেও কেউ মরে যায় তবু ওঁর ক'ড়ে আঙ্গুলটীও ন'ড়বে না। এক কথায় টাকা উনি এত ভালবাসেন যে তার কাছে ওঁর খ্যাতি, মান, পুণ্য, সব তুচ্ছ হয়ে যায়। কেউ ওঁর কাছে টাকা চাইলেই ওঁর খেঁচুনি উঠে; টাকা চাইলেই যেন অন্তর টিপ্‌নী লাগে, যেন কেউ বুকে ছুরী দিলে কিম্বা নাড়ী ছিঁড়ে ফেল্‌লে। আর

যদি···। এই যে এই দিকে ফের আসছেন। আমি তবে পালাই।

(কেদার প্রস্থান, অপর দিক হইতে হরিধনের প্রবেশ)

হরিধন। (জনান্তিকে) সবই ঠিক আছে। (প্রকাশ্যে) এই যে ভট্টাচার্য্যমশাই, কি খবর বলুন ত ?

ভট্টাচার্য্য। বাবু মশাই, আপনার স্বাস্থ্যত দেখছি খুবই ভাল ; বয়স হলেও চেহারাখানার বেশ জৌলুস আছে।

হরিধন। কার হে ? আমার ?

ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বে কথনও ত আপনাকে এমন টাট্‌কা গোলাপটীর মতন দেখি নি।

হরিধন। সত্যি বলছেন, ভট্টাচার্য্যমশাই ?

ভট্টাচার্য্য। কেন, এখন ত মনে হয় যে আপনার বয়স বুঝি বিশ বছর কমে গেছে। অনেক পঁচিশ বছরের লোক দেখেছি যাদের আপনার চাইতে বুড়ো দেখায়।

হরিধন। তবুও আমার ত ষাট পেরিয়ে গেছে।

ভট্টাচার্য্য। ষাট ! তা হ'লই বা। তাই নিয়ে কি আপনি খুঁতখুঁত করে বেড়াতে চান ? তাত আর নয়। এ যেন আপনার যৌবন সবেঁ আরম্ভ হয়েছে।

হরিধন। সত্যিই ত। কিন্তু তা ব'লে পঁচিশ নয়, এই চল্লিশের মত দেখায় আর কি।

ভট্টাচার্য্য। এ বাজে কথা। আপনাকে তারও কম দেখায়। একশো বছর পরমায়ু ত আপনার নিশ্চয়ই আছে।

হরিধন। আপনার সত্যি তাই মনে হয় নাকি ?

ভট্টাচার্য্য। এ ধ্রুব সত্য। আপনাকে দেখে সবাই তাই বলবে। একটু সোজা হয়ে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়ান ত। (হরিধনের তথাকরণ) হাঁ, হাঁ, ঐ যে শতবর্ষ আয়ুর রেখাটী আপনার দুই ভুরুর মাঝখান দিয়ে একেবারে কপাল পর্য্যন্ত উঠে গেছে।

হরিধন। জ্যোতিষীবিদ্যাও আপনার জানা আছে নাকি ?

ভট্টাচার্য্য। কিছু কিছু জানি বই কি। ডান হাতটী দিন ত দেখি। (হাত লইয়া) অ্যাঁ, আয়ু রেখাটা একবার দেখেছেন ? কি আশ্চর্য্য !

হরিধন। কই, কই ?

ভট্টাচার্য্য। দেখেছেন এই রেখাটা কতদূর চ'লে গেছে ?

হরিধন। হাঁ, এর মানে কি ?

ভট্টাচার্য্য। এর মানে কি! ঐ ত…। আমি বলেছিলুম একশো বছর ; কিন্তু তা নয়, আমার বলা উচিত ছিল একশো কুড়ি বছর।

হরিধন। তা কি সম্ভব ?

ভট্টাচার্য্য। আমি বলছি আপনাকে আপনি নাতির ঘরের নাতি দেখে যাবেন।

হরিধন। তা হলে ত সুখবরই। আচ্ছা, সে কাজটার কি করেছেন ?

ভট্টাচার্য্য। তা কি আর বাকি রয়েছে? কোনও কাজে হাত দিয়েছি অথচ তা সফল হয় নি এ কথা কি কেউ আমাকে বলতে পেরেছে? ঘটকালিতেই ত আমার হাত বিশেষ করে পাকিয়েছি। এমন দুটি লোক কি কোথাও আছে যাদের মিলন আমি ঘটিয়ে দিতে পারি না? আমি যদি হাতে নিই তবে চীনার সঙ্গে কাবুলীরও বিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ ঘটকালি তার চেয়ে অনেক সহজ। মা ও মেয়ে উভয়কেই আমি জানি কিনা তাই আপনার কথা তাদের সব খুলে বললুম। আপনি যে মনোরমাকে রাস্তায় যেতে দেখেছেন, জানালাতেও তাকে বসে থাকতে দেখেছেন, এ সবই তার মাকে জানিয়ে বললুম যে মনোরমাকে বিবাহ করা আপনার অভিপ্রায়।

হরিধন। তিনি কি বললেন?

ভট্টাচার্য্য। তিনি শুনে অত্যন্ত আহ্লাদ করতে লাগলেন। আবার যখন বললুম যে আজ বিকেলে আপনার কন্যার পাকা দেখার সময় মনোরমাও উপস্থিত থাকে এই আপনার ইচ্ছা, তিনি তখনই সম্মত হলেন এবং আমাকেই বললেন তাকে এখানে নিয়ে আসতে।

হরিধন। দেখুন, ভট্টাচার্য্যমশাই, আজকের দিনে অবিনাশকে কিছু আহার করাতে আমি বাধ্য। আমার ইচ্ছা যে মনোরমাও সেই সঙ্গে এখানে আজ আহার করে।

ভট্টাচার্য্য। আপনি ঠিকই বলেছেন। খাওয়া-দাওয়া ঘরকন্নার

কাজ সেরে বেলা থাকতেই সে আপনার কন্যাকে দেখতে আসবে। তারপর এখান থেকে কোম্পানীর বাগানে মেলা দেখে রাত্রে এখানে আহার করতে আসবে।

হরিধন। এ বেশ ভাল বন্দোবস্তই হ'ল। আমার গাড়ীতেই তারা মেলা দেখতে যেতে পারবে।

ভট্টাচার্য্য। তা হ'লে ত ভালই হয়।

হরিধন। কিন্তু, ভট্টাচার্য্য মশাই, মেয়েকে যৌতুক কি দিতে পারবে তা কি আপনি মনোরমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছেন? আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলেছেন কি যে এ অবস্থায় একটু বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করেও মেয়েকে বেশ কিছু যৌতুক দেওয়া তাঁর উচিত? কেউ ত আর শুধু মেয়েই বিয়ে করে না; তার সঙ্গে কিছু যৌতুক থাকা যে নিতান্ত প্রয়োজন।

ভট্টাচার্য্য। কিছু যৌতুক কি রকম? মেয়ের যৌতুকের পরিমাণ বছরে বার হাজার টাকা।

হরিধন। বলেন কি, ভট্টাচার্য্য মশাই, বছরে বার হাজার টাকা!

ভট্টাচার্য্য। হাঁ গো, বাবু। একে ত জন্মে থেকেই তাকে খরচপত্র সম্বন্ধে অতি কড়া হিসাব রেখে মানুষ করা হয়েছে। তার খাবার বন্দোবস্ত অতি সাধারণ; একটু ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি, মাছ হ'লেও হয় না হ'লেও ভাল। সুতরাং এখানে এলে তাকে দুধ ঘি কালিয়া পোলাও খাওয়াবার প্রয়োজন হবে না। এক কথায়, অন্য কোনও মেয়ে আনলে যা সব খরচ হবে একে আনলে তার কিছুই লাগবে না। এ বড়

সোজা কথা নয়; এরই দাম ত বছরে তিন হাজার টাকা। তা ছাড়া সে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে চালে থাকতে অভ্যস্ত। তার জন্য নানারকম কাপড়জামা, গহনা, দামী আসবাবপত্র কিছুই লাগবে না। এর দাম ত বছরে অন্ততঃ ছয় হাজার টাকা। ফের ভেবে দেখুন, ঘোড়দৌড়, লটারি, জুয়োখেলাতে তার মোটেই প্রবৃত্তি নেই; আজকালকার দিনে বড়লোকের ঘরের মেয়েদের মধ্যে এ সবের বড়ই বাড়াবাড়ি হয়েছে। এই পাড়াতেই একটী বড়মানষের মেয়ের কথা আমি জানি, সে গত বছরে বার হাজার টাকা ঘোড়দৌড়ে হেরেছে। এর চার ভাগের এক ভাগও যদি ধরা যায় তবুও তিন হাজার টাকা হয়। এই তিন হাজার আর গহনা পোষাক আসবাব ইত্যাদির জন্য ছয় হাজার, এই হ'ল গিয়ে আপনার নয় হাজার। খাবার ইত্যাদিতে ধরেছি তিন হাজার। এইবারে মিলিয়ে দেখুন দেখি বছরে বার হাজার হ'ল কি না?

হরিধন। হাঁ, তা মন্দ নয়। কিন্তু ভেবে দেখলে বলতেই হবে যে এ রকম হিসাবে নগদ কিছুই ত ঘরে আসছে না।

ভট্টাচার্য্য। মাপ করবেন। মিতব্যয়িতা, অশন-বসনে অতি সাধারণ রুচি, ঘোড়দৌড় লটারি প্রভৃতিতে বিতৃষ্ণা, বিবাহ করে এ সব লাভ করার কি কোনও মূল্যই নাই?

হরিধন। ভট্টাচার্য্য মশাই; যা সে কখনও খরচ করবে না তাই ধরে যৌতুকের পরিমাপ করা অতি হাস্যকর ব্যাপার। যা

হাতে পাই নি তার জন্য রসিদ লিখে দেওয়ার মত হ'ল যে। নগদ কিছু আমাকে দিতেই হবে।

ভট্টাচার্য্য। তাও পাবেন, বাবু। ওরা আমাকে বলেছে যে কোথায় নাকি ওদের কিছু সম্পত্তি আছে; তাও আপনাকে দেবে।

হরিধন। সেইটী ভাল করে দেখতে হবে। কিন্তু, ভট্টাচার্য্য মশাই, আর একটী বিষয়ে আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে। আপনি ত জানেন যে মেয়েটী তরুণী। তরুণীরা ত তরুণবয়স্কদের সঙ্গই ভালবাসে। আমার ভয় হয়, হয়ত আমার বয়সী লোককে ভালবাসতে তার রুচি নাও হতে পারে। এই নিয়ে আমার বাড়ীতে এমন সব ব্যাপার হতে পারে যা কিছুতেই আমার পক্ষে সুখের হবে না।

ভট্টাচার্য্য। আপনি তাকে অবিচার করছেন। আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে এই তার আর একটী বিশেষত্ব। ছোকরা বাবুদের প্রতি তার মন বিদ্বেষপূর্ণ; সে কেবল বুড়োলোকদেরই ভালবাসে।

হরিধন। বলেন কি?

ভট্টাচার্য্য। এ বিষয়ে আপনি যদি তার কথা শুনতেন ত বুঝতে পারতেন। যুবক ছোকরাদের সে চু'চক্ষে দেখতে পারে না। সুপুরুষ বৃদ্ধ, ঋষিতুল্য পবিত্র নাভি-বিলম্বিত শ্মশ্রু, এ না হ'লে কাউকে সে পছন্দই করে না। যত বয়োবৃদ্ধ ততই তার কাছে মনোহর। আমি গোড়াতেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,

তাকে যেন আপনার বয়স কমিয়ে বলবেন না। সে অন্ততঃ ষাট বছর বয়সের স্বামী চায়। এই ছয় মাস পূর্ব্বেও ত ঠিক বিয়ের আগের দিন সে বিয়ে ভেঙ্গে দিলে, বললে যে বরের বয়স মোটে ছাপান্ন বছর, সে চশমা না পোরেই নাকি মাছের কাঁটা বেছে খাচ্ছিল।

হরিধন। শুধু এই জন্যেই বিয়ে ভেঙ্গে দিলে ?

ভট্টাচার্য্য। হাঁ। সে বললে যে ছাপান্ন বছরের লোককে বিয়ে করে কোনও সুখ নাই। যারা চশমা পরে তাদের প্রতি তার বড় অনুরাগ।

হরিধন। এ রকমটা ত আমার কাছে একেবারে নূতন ঠেকছে।

ভট্টাচার্য্য। কেউ ভাবতেই পারে না এ বিষয়ে সে কেমন দৃঢ়। তার ঘরে গুটিকয়েক ছবি, খোদাই করা মূর্ত্তি আছে। সে সব কি বলে আপনার মনে হয় ? সব বৃদ্ধের, একটিও ষাট বছরের নীচে নয়।

হরিধন। এ অতি উত্তম কথা। এমন ধারা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারতুম না। তার এ প্রকার রুচির কথা শুনে আমি ভারি খুসী হলুম। বাস্তবিক আমি যদি স্ত্রীলোক হতুম তা হলে কখনই তরুণ ছোকরাদের ভালবাসতুম না।

ভট্টাচার্য্য। নিশ্চয় না। প্রেমের বাজারে এই সব ছোকরারা ঠুনকো গহনার মত, মেকি টাকার মত। এদের দিয়ে কি কোনও কাজ হয়, না ঘরকন্নাই করা চলে ?

হরিধন। ঠিক বলছেন ; এ আমিও বুঝতে পারি না। মেয়েগুলো

কেন যে ছোকরাদের জন্যই পাগল হয়ে যায় তার কারণ আমি ভেবে পাই না।

ভট্টাচার্য্য। ওগুলো সব হাবা মেয়ের লক্ষণ। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি আর কেউ যৌবনকে মনোহর বলে ভাবে? টেরিকাটা কোঁকড়ান চুল বক্কেশ্বরগুলো কি আবার মানুষ? অমন জানোয়ারগুলোকে দেখে কি কারো মন মজে ছাই?

হরিধন। রোজ ত আমি এই কথাই বলি, ভট্টাচার্য্য মশাই। মেয়েলী গলা, সগাপানে উঁচু গোঁফের ডগা, সাতফ্যাশানের চুলের টেরি, ফিনফিনে চুড়িদার কামিজ, রং বেরংয়ের জুতো —এসব দেখলেই গা জ্বালা করে।

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, আপনার তুলনায় তারা সব অপদার্থ ফুলবাবু। আপনার মধ্যে একটা মনুষ্যত্বের জ্যোতিঃ দেখতে পাই। প্রেম জাগাবার জন্য এমনই জ্যোতিঃ এমনই পরিচ্ছদের প্রয়োজন।

হরিধন। তা হলে আপনার কি মনে হয় যে আমি বেশ সুপুরুষ?

ভট্টাচার্য্য। অতি সুপুরুষ, আমার ত তাই মনে হয়। আপনার চেহারা মনোহর, মুখটী যেন একখানি নিখুঁত ছবি। একবার ওপাশে ফিরুন দেখি। (হরিধন ফিরিয়া) না, কোথাও কোনও খুঁত নাই। আচ্ছা একটু চলে বেড়ান ত। (হরিধনের চলিয়া বেড়ান) আপনার দেহ সুদৃঢ় সহজ অথচ চঞ্চল লীলায়িত; ঠিক যেমনটী হওয়া উচিত। বয়সের লক্ষণও কই কোথাও দেখতে পাই না।

হরিধন। চলতে ফিরতে ত কই আমার বার্দ্ধক্যের চিহ্ন কিছু টের পাই না। এই কেবল কাশিটা থেকে থেকে একটু কাবু করে, এই যা।

ভট্টাচার্য্য। ও কিছু নয়। আর কাশবার সময় মুখে টোল খেয়ে আপনাকে বেশ দেখতে হয়।

হরিধন। আচ্ছা, ভট্টাচার্য্য মশাই, বলুন দেখি, মনোরমা কি কখনও আমাকে দেখেছে? তাদের বাসার সম্মুখ দিয়ে ত কতবার যাতায়াত করেছি, সে কি কখনও তা লক্ষ্য করেনি?

ভট্টাচার্য্য। না, তা দেখে নি বোধ হয়, তবে আমরা অনেকবার আপনার কথা আলোচনা করেছি। আপনার চেহারার প্রকৃত বর্ণনা আমি তাকে বলেছি; অবশ্য আপনার গুণাবলি আমি তাকে বিস্তারিত করে বলেছি। ফলাও করে এও বলেছি যে আপনার মত স্বামী লাভ করা যে কোনও নারীর পক্ষেই গৌরবের কথা।

হরিধন। আপনি ঠিকই করেছেন। এর জন্য আমি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

ভট্টাচার্য্য। বাবু, আমার একটী নিবেদন আছে। অল্প কিছু টাকার অভাবে আমার একটী মোকদ্দমা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। (হরিধন গম্ভীর) আপনি যদি দয়া করেন তবে অনায়াসেই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনাকে দেখলে সে যে কেমন খুসী হবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। (হরিধন অতি হৃষ্ট) ও, আপনি নিশ্চয়ই তাকে সুখী করতে

পারবেন। আপনার এই সাবেকী চালের মোহে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়বে। কিন্তু সে সব চেয়ে খুসী হবে আপনার এই সুতো-বাঁধা পিরহানের নমুনা দেখে। এতেই সে আপনার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠবে; যে প্রণয়ী পিরহাণে বোতামের পরিবর্ত্তে সুতো বাঁধে তাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে।

হরিধন। ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনার এ কথা শুনে আমার কি যে উল্লাস হচ্ছে তা আর কি ব'লব।

ভট্টাচার্য্য। মশাই, আমি আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু, বাবু, মোকদ্দমাটা বড়ই জরুরী (হরিধন পুনরায় গম্ভীর)। ওতে যদি হেরে যাই তা হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে; গুটী-কয়েক টাকা পেলেই আমি বেঁচে যাই। আপনার কথা বললে তার কি যে হর্ষ হয় তা যদি আপনি দেখতেন (হরিধন অতীব হৃষ্ট)। আপনার সদ্গুণাবলীর কথা যখন বলি তখন তার মুখে আনন্দ যেন উছলে পড়ে। আমি তাকে এমনি বুঝিয়ে রেখেছি যে বিয়ের জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে দিন গুণছে।

হরিধন। ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি আমাকে যে আনন্দ দিলেন তা আমি কথায় প্রকাশ করতে পারি না। আমি নিশ্চয় বলছি যে···।

ভট্টাচার্য্য। আমি মিনতি করছি, বাবু, আপনি আমাকে সামান্য একটু সাহায্য করুন (হরিধন পুনরায় গম্ভীর)। আমি তা

হ'লে আবার একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। এর জন্য আমি চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

হরিধন। প্রণাম, ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি তা হলে আসুন এখন। আমাকে একবার ভিতরে যেতে হবে, অনেকগুলি চিঠির জবাব লিখতে হবে।

ভট্টাচার্য্য। আমি আবার বলছি, বাবু, এর চেয়ে দুঃসময় আমার আর কথনও হয় নি, একটু সাহায্য করলেই আমি বেঁচে যাই।

হরিধন। আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, আমার গাড়ী কোম্পানীর বাগানে আপনাদের নিয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্য। আমার প্রয়োজন এত বেশী না হ'লে আমি আপনাকে এমন ক'রে ব'লতুম না।

হরিধন। আমি ব'লে দেব, রাত্রে আহার তৈরি করতে যেন দেরী না হয়; দেরীতে খেলে অসুখ-বিসুখ হতে পারে।

ভট্টাচার্য্য। আমি মিনতি করছি, বাবু, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। আপনি হয়ত বিশ্বাস করতে পারেন না আমার কি যে আনন্দ হবে আপনি যদি ·····।

হরিধন। আমাকে এখুনি যেতে হবে। কে যেন ডাকছে না? আবার তা হলে দেখা হবে, ভট্টাচার্য্য মশাই; আচ্ছা, নমস্কার।

[হরিধনের প্রস্থান।

কৃপণ

ভট্টাচার্য্য। ব্যাটা কসাই, তোর মরণ হয় না? এই নরাধমটাকে যম কেন ভুলে রয়েছে? কত খোসামোদ করলুম, কিছুতেই হতভাগার মন টললো না। কিন্তু তা বলে এ বিবাহটা পণ্ড হতে দেব না, কেন না ওদিক থেকে যে ঘটকালিটা পাব তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অঙ্ক

হরিধন, কমল, বেলা, বসন্ত ; ফণীর মা, জগদীশ,

যতীন, বৃন্দাবন ও মার্কণ্ড

(ফণীর মা—ঝাড়ু হস্তে, কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাজের জন্য প্রস্তুত।

জগদীশ—পিরহাণ গায়ে, মধ্যবয়সী, রুক্ষমেজাজ।

যতীন—অল্প বয়স সৌখিন, কামিজ পরা, টেরিকাটা।

বৃন্দাবন মার্কণ্ড—নগ্নদেহ ; স্কন্ধে একটী করিয়া দেশী গামছা, ধুতি হাঁটু পর্য্যন্ত)

হরিধন। এখানে, তোমরা সব এখানে এস। তোমরা কে কি কি কাজ করবে আমি বলে দিচ্ছি। ফণীর মা, এদিকে এস, তোমার কাজের কথাই আগে বলি। উত্তম এই যে তুমি একেবারে তৈরি হয়ে এসেছ। বাড়ীঘরদোর সব ঝেটিয়ে পরিষ্কার করে রাখ ; এইটী তোমার কাজ। কিন্তু খবরদার, আসবাবপত্র যেন বেশী ঘষে মেজো না, তা হলে শীঘ্রই সব ক্ষয়ে যাবে। এ ছাড়া, খাবার সময় সরবৎ ও চাটনীর বোতলগুলি তোমার কাছে রেখো। যদি কোনওটা হারায় বা ভেঙ্গে যায় তা হলে তোমাকেই দায়ী হতে হবে ; তোমার মাইনে থেকে তার দাম কাটা যাবে।

জগদীশ। (জনান্তিকে) বড় ধূর্ত্ত, কেমন শাস্তির ব্যবস্থা করছে।

তৃতীয় অঙ্ক

হরিধন। (ফণীর মার প্রতি) আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার (ফণীর মার প্রস্থান)। বৃন্দাবন আর মার্ত্তণ্ড, তোরা সব কাঁচের গ্লাসগুলো ধুয়ে রাখিস; তাতে করে সরবং পরিবেশন করবি। কিন্তু দেখিস যাদের তেষ্টা পায় নি তাদের যেন খবরদার সরবং দিস না। অনেক অশিষ্ট ভৃত্য আছে যারা পানীয় ও খাবারের জন্য অভ্যাগতকে বিরক্ত করে; নিমন্ত্রিতেরা যখন খাবার কথা ভাবেও না তখন তাদের সে কথা মনে করিয়ে দেয়; তোরা যেন তা করিস না। কেউ যদি চায় তবেই দিবি, নইলে চুপ করে থাকিস; বরঞ্চ দু'তিনবার চাইলে তবে দিবি। মনে থাকে যেন, হাতের কাছে সর্ব্বদা প্রচুর পানীয় জল রাখিস।

মার্ত্তণ্ড। আমরা কি জামা পরে আসব না শুধু গায়ে আসব?

হরিধন। অতিথিরা এলে তবে জামা পরিস কিন্তু সাবধান জামা যেন নষ্ট না হয়ে যায়।

বৃন্দাবন। আপনি ত জানেন, কর্ত্তাবাবু, আমার জামাটার আস্তিনে একটা কালো দাগ পড়েছে।

মার্ত্তণ্ড। আর আমার জামার পিঠের দিকে কয়েকটা ফুটো হয়েছে। আপনার কাছে ছাড়া⋯ ⋯।

হরিধন। (মার্ত্তণ্ডের প্রতি) থাম। খবরদার দেয়ালের দিকে ফিরিস নে, সর্ব্বদা অতিথিদের দিকে মুখ করে থাকবি। (বৃন্দাবনের প্রতি, কি প্রকারে হস্তদ্বারা জামার দাগ ঢাকিতে হইবে তাহা দেখাইয়া) আর তুই অতিথিদের সামনে সর্ব্বদা

হাত এমনি করে রাখিস, তা হলে ঐ দাগটা ঢাকা পড়ে যাবে। (বৃন্দাবন ও মার্ত্তণ্ডের প্রস্থান)। বেলা, তুমি দেখো, খাওয়া হয়ে গেলে বাকি খাদ্যগুলো কোথায় রাখে; কিছু যেন নষ্ট না হয় বা চুরি না হয়ে যায়। এই কাজটী গৃহস্থঘরের মেয়েদের বিশেষ করে মানায়। ইতিমধ্যে বিয়ের ক'নেকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তৈরি হও গে। বিকেলে সে তোমাকে দেখতে আসবে; পরে তোমায় নিয়ে কোম্পানীর বাগানে মেলা দেখতে যাবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ, বেলা?

বেলা। হাঁ, পিতা। [বেলার প্রস্থান।

হরিধন। (কমলের প্রতি) আর তুমি, তরুণ বিলাসী ছোকরা, আজ প্রাতে যা হয়েছে তার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করলুম কিন্তু দেখো মনোরমা এলে যেন মুখ ভার করে তার সঙ্গে কথা বলো না।

কমল। মুখভার ক'রে কথা বলবো! তা কেন ক'রব?

হরিধন। কেন, কেন! পিতার পুনর্বিবাহে পুত্রেরা কি রকম ব্যবহার করে তা আমার বেশ জানা আছে; বিমাতার প্রতি তারা যেন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে। তুমি যদি চাও যে আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা ক'রব তা হলে তাকে সদয়ভাবে অভ্যর্থনা ক'রো। এক কথায় তাকে খুসী ক'রবার চেষ্টা ক'রো।

কমল। পিতা, সত্য কথা বলতে কি তিনি আমার বিমাতা হবেন এ কথা ভেবে আমি সুখ পাই না কিন্তু তাঁর অভ্যর্থনা করা,

তাঁকে নানা প্রকারে তুষ্ট করার কথা আপনি যা বললেন সে বিষয়ে আপনার আজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রব।

হরিধন। অন্ততঃ তাই করতে যেন ভুল না হয়।

কমল। আপনি দেখবেন, পিতা, আপনার অভিযোগের কোনও কারণই থাকবে না।

হরিধন। তাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে। (কমলের প্রস্থান) বসন্ত, আজকের সব কাজে তুমি আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য ক'রবে; তোমার উপরেই আমার ভরসা। জগদীশ, জানিস কি যে আজ রাত্রে একটা ভোজের আয়োজন ক'রতে হবে?

জগদীশ। (জনান্তিকে) আশ্চর্য্য, এ বাড়ীতে ভোজ!

হরিধন। বল দেখি, একটা উৎকৃষ্ট ভোজের আয়োজন ক'রতে পারবি কি না।

জগদীশ। আজ্ঞে হাঁ, তা আর শক্ত কি? তবে যথেষ্ট টাকা চাই।

হরিধন। শয়তান! কেবল টাকা। আমি ভাবি কি, এ লোকগুলোর টাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা কি নাই? মুখ দিয়ে টাকা ছাড়া অন্য কথা কি বেরোয় না? টাকা যেন এদের নাড়ীর রক্ত।

বসন্ত। প্রগল্‌ভতার চূড়ান্ত করেছে। অনেক টাকা খরচ করে ভোজের আয়োজন করতে আর বাহাদুরীটা কি বল দেখি? এ ত সবাই পারে; অতি বড় হস্তিমূর্খও পারে। কিন্তু প্রকৃত

বুদ্ধিমান তাকেই বলি যে অতি অল্প খরচায় একটী উত্তম পরি-পাটী ভোজের বন্দোবস্ত করতে পারে।

জগদীশ। অল্প টাকায় উত্তম ভোজ? তাও আবার পরিপাটী করে?

বসন্ত। হাঁ হে।

জগদীশ। (বসন্তর প্রতি) সরকার মশাই, কি গুপ্ত মন্ত্রে তা সম্ভব হয় সেটী আমায় ব'লবেন কি? কিম্বা আপনি বরঞ্চ আজকের মতন আমার জায়গায় পাচকের কাজ করুন। আপনি দেখছি সবতাতেই ফোঁকরদালালি করে বেড়ান। আপনি এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা হতে চান দেখছি।

হরিধন। চুপ কর, হতভাগা। কি কি চাই বল।

জগদীশ। সরকারমশাইকেই জিজ্ঞাসা করুন। কম টাকায় কি ক'রে ভাল খাওয়া হবে উনিই তা জানেন।

হরিধন। ফের বাজে বকিস? আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি তুই জবাব দে।

জগদীশ। ক'জনা লোক খাবে?

হরিধন। এই আটদশ জন হবে বোধ হয়। খাবার তৈরির জন্য আটজন ধরলেই চ'লবে। আটজনের জন্য রান্না করলে তাতেই দশজনেরও খাওয়া কুলিয়ে যাবে।

বসন্ত। তা অনায়াসেই হবে।

জগদীশ। আচ্ছা, আড়াই সের মাংস চাই, সের দেড়েক মাছ, আর……।

হরিধন। বলিস কি? এতে যে সমস্ত পাড়ার লোক খাওয়ান যায়।

জগদীশ। দই সন্দেশ ও...।

হরিধন। ওরে হতভাগা, তুই আমাকে একেবারে ফতুর না করে ছাড়বি না।

জগদীশ। একটু ক্ষীর বা পায়েসও ত।

হরিধন। আরও বলে চলেছিস?

বসন্ত। (জগদীশের প্রতি) তুমি কি সবাইকে খুন করতে চাও? তোমার মনিব কি লোক নেমন্তন্ন করেছেন তাদের অত্যধিক খাইয়ে অসুখ করিয়ে মেরে ফেলবার জন্য? স্বাস্থ্য-পালন কেতাবখানা আমি তোমায় পড়ে শোনাব; না হয় কোনও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর; তিনিই বলবেন যে অত্যধিক আহারের মত অপকার আর কিছুতেই হয় না।

হরিধন। বসন্ত ত যথার্থ কথাই বলেছে।

বসন্ত। শোন, জগদীশ, এ কথা সর্ব্বদা মনে রেখো, নানা প্রকার আহার্য্যের ব্যবস্থা যে ভোজে থাকে তা ভোজ নয়, তা মহা-বিষ। যাদের নিমন্ত্রণ করা হয় তারা আত্মীয় বন্ধু, তাদের অপকার করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং তাদের মঙ্গলের জন্য ভোজের আয়োজন অতি পরিমিত হওয়া উচিত। ইংরাজিতে এ সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবাদবাক্য আছে: "বাঁচবার জন্যই খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়"।

হরিধন। আহা, দেখ, কেমন সুন্দর ক'রে আমার মনের কথা-

গুলো বুঝিয়ে বলেছে। এস, বসন্ত, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি, পূর্ব্ব জন্মে তুমি নিশ্চয়ই আমার পুত্র ছিলে। আমার জীবনে এমন সুন্দর কথা আর শুনি নাই, "খাওয়ার জন্যই বাঁচা, বাঁচার জন্য খাওয়া নয়"। না, না, তা ত নয়। কি রকমটা বলেছিলে হে ?

বসন্ত। আমরা বাঁচবার জন্যই খাই, খাওয়ার জন্য বাঁচি না।

হরিধন। (জগদীশকে) হাঁ, শুনলি ত ? (বসন্তকে) একথা যে বলেছেন কে হে সেই মহাপুরুষটী ?

বসন্ত। তাঁর নামটী ঠিক এখন আমার মনে পড়ছে না।

হরিধন। মনে রেখো, বসন্ত, ও কথাগুলো একটু লিখে দিতে হবে। খাবার ঘরের দেয়ালে স্বর্ণাক্ষরে ঐ বাক্যটী লিখে রাখা উচিত।

বসন্ত। না, ভুলব না। ভোজের ব্যাপারটা আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। যা যেমনটী দরকার আমি সব বন্দোবস্ত করে রাখব।

হরিধন। তাই ক'রো।

জগদীশ। তাই ভাল, তাতে আমারও কাজ কমে যাবে।

[জগদীশের প্রস্থান।

হরিধন। (বসন্তর প্রতি) দেখ, এমন গুটিকয়েক জিনিস রেখো যা লোকে বেশী খেতে পারে না, যা খেলে শীঘ্রই পেট ভ'রে যায় ; খানিকটা কাঁঠালের এঁচর, পেয়ারার চাটনি কিম্বা চিঁড়ের ডালনা, বেসনের বড়া, এই রকম।

বসন্ত। সব ঠিক হবে, আমার হাতে ছেড়ে দিন।

হরিধন। এইবারে, যতীন, আমার গাড়ীটা সাফ করিয়ে রাখ; ঘোড়াটাকেও তৈরি করিয়ে রেখো। সন্ধ্যায় মেলা দেখতে যেতে হবে।

যতীন। আপনার ঘোড়া! চলে বেড়াবার কি আর তার ক্ষমতা আছে? আমি বলছি নে যে সে প'ড়ে রয়েছে, তা বললে মিছে বলা হবে যে। প'ড়ে থাকবারও ত কিছু চাই, কিসের উপর প'ড়ে থাকবে? আপনি তাকে এমনি কঠিন সংযমে রেখেছেন যে অনাহারে বেচারী অস্থিসার হয়ে পড়েছে; ঘোড়া নয় ত অশ্ব ভূত।

হরিধন। বড়ই দুঃখের বিষয়। ওটার কোনও কাজ নেই কিনা তাই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে।

যতীন। কাজ যদি না থাকে তবে কি খাওয়াটাও থাকতে নেই? তার চেয়ে তাকে খাওয়া দিয়ে সেই পরিমাণ খাটিয়ে নিলে যে সে ভাল থাকত। তার অস্থিসার চেহারা দেখলে আমার কান্না পায়। আমি ঘোড়া ভালবাসি, ঘোড়ার প্রতি অত্যাচার দেখলে আমার বড়ই কষ্ট পায়। রোজ আমি আমার খাবারের অংশ থেকে তাকে খেতে দিই।

হরিধন। এই ত কোম্পানীর বাগান আর কতদূর? এটুকু পথ সে বেশ যেতে পারবে।

যতীন। উঁহু, আমি কি করে তাকে চালাব? তার যে অবস্থা তাতে তার উপর চাবুক চালাতে আমার বড় কষ্ট হবে। সে

গাড়ী টানবে এ কি আপনি ভাবতেও পারেন? সে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে কিনা তাই আমার সন্দেহ, গাড়ী ত দূরের কথা।

বসন্ত। আমাদের প্রতিবেশী রামমোহন কোচম্যানকে না হয় বলব সে যেন আমাদের গাড়ী হাঁকিয়ে এঁদের মেলায় নিয়ে যায়। তার বদলে যতীনকে ভোজের সম্পর্কে দু'টো একটা কাজে লাগাবো।

যতীন। তাই হোক। আমার হাতে না হয়ে অপরের হাতে যদি ঘোড়াটার মরণ হয় তা হলে আমার ও অস্বস্তি কম হবে।

বসন্ত। যতীন লোকটী বড়ই দয়ালুচিত্ত।

যতীন। সরকার মশাই সব কাজেই অত্যাবশ্যকীয়।

হরিধন। শান্ত হও, ঝগড়া ক'রো না।

যতীন। মশাই, এই তোষামোদ আর সহ্য হয় না। আমি বরাবর দেখছি, এ লোকটা যাই করে, খাওয়া পোষাক ইত্যাদি সব খরচের প্রতি এর এই যে নজর পড়ে আছে, এ সব কেবল আপনার অনুগ্রহ লাভ করবার চেষ্টায়। এতে কার না রাগ হয়? আপনার সম্বন্ধে লোকে যা সব বলে তা শুনে আমাদের মাথা হেঁট হয়। আপনি আমাদের মনিব; আমাদের ঘোড়াটীকে বাদ দিলে আমি আপনাকেই সব চেয়ে ভালবাসি।

হরিধন। কি হে, যতীন, লোকে আমার সম্বন্ধে কি বলে হে? কি শুনেছ বল।

যতীন। তা বলতে পারি, কিন্তু তা হলে আপনি হয়ত আমার উপরে রাগ করবেন।

হরিধন। না, না, ভয় নেই, বল।

যতীন। আমায় মাপ করুন, কেন না সব কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই রাগ করবেন।

হরিধন। না হে, তোমার উপরে রাগ করবো কেন? তুমি যে আমাকে সব খবর শোনালে তাতে বরঞ্চ আমি তোমার উপরে খুসীই হব। কি বলে লোকেরা?

যতীন। আপনি যদি এমন জেদ করেন তা হলে আমাকে খোলসা করে সবই বলতে হয়। আপনাকে নিয়ে লোকে হাসি মস্করা করে আপনার জন্য সবাই আমাদের ঠাট্টা করে। আপনি বায়কুণ্ঠ, কৃপণ এই কথা নিয়ে কত রকমের গল্প যে রটায় তা আর বলবার নয়। কেউ বলে যে আপনার নাকি নূতন রকমের পাঁজি আছে, তাতে উপোসের বিধান অনেক বেশী, বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে তাই আপনি উপোস করিয়ে টাকা বাঁচান। কেউ বা বলে যে পূজোর সময় কিম্বা চাকরি ছেড়ে যাবার সময় ভৃত্যের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার উপায় আপনার সর্ব্বদাই তৈরি থাকে, তাই পূজোতে বখশিস কিম্বা চাকরি ছাড়লে বাকি মাইনের জন্য আপনাকে আর ভাবতে হয় না। এক জন বলছিল যে পাশের বাড়ীর বেড়ালটা রান্না ঘরে ঢুকে দুধ খেয়ে গিয়েছিল বলে আপনি নাকি ও বাড়ীর কর্ত্তার নামে মোকদ্দমা করেছিলেন। আর একজন বলছিল যে আমার

আগে যে কোচম্যান ছিল তার আমলে একদিন রাত্রে আপনি নাকি আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার দানা চুরি করছিলেন, অন্ধকারে সে আপনাকে ধরে বেশ দু'ঘা দিয়ে দিয়েছিল; আপনি নাকি বাধ্য হয়ে চুপ করে পালিয়ে এসেছিলেন। এ সব আর বলেই বা কি হবে? আমরা যেখানেই যাই লোকে আপনাকে নিয়েই টানা-হেঁচড়া করে। যত ঠাট্টা গল্প ক'রে লোকে যেন আপনাকে নিয়েই মেতে আছে। আপনার নাম ত কেউ করে না, কেবল বলে, কৃপণ কঞ্জুষ নীচ সুদখোর পাপী ব্যাটা; এই সব আর কি।

হরিধন। (যতীনকে প্রহার করিতে করিতে) ব্যাটা পাজি, মূর্খ, রাস্কেল, হতভাগা।

যতীন। এই দেখুন, আমি জানতুম এই হবে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি বলিনি যে সত্যি কথা বললে আপনি আমার উপরে রাগ করবেন?

হরিধন। কি করে মনিবের সঙ্গে কথা কইতে হয় তা শিখতে পারিস না? [হরিধনের প্রস্থান।

বসন্ত। (হাসিয়া) যতীন, আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে তোমার অকপট সরলতার পুরস্কারটা ভাল হ'ল না।

যতীন। মরণ নেই! হঠাৎ বাবু হয়েছে কিনা, বড়ই মনিবের পিয়ারী। নিজের ঘাড়ে যখন দু'ঘা পড়বে তখন হেসে ফুটিফাটা হয়ো, তখন দেখব তোমার হাল।

তৃতীয় অঙ্ক

বসন্ত। আহা, বাপু, অমন চ'টে উঠছ কেন?

যতীন। (জনান্তিকে) এইবারে এর ল্যাজ নীচু হয়েছে দেখছি। আমিও তা হলে খানিকটা চেপে ধরি। যদি এটা এমন কাপুরুষ হয় যে আমাকেও ভয় করে তা হলে এক হাত একে বেশ দেখে নিতে পারব। (প্রকাশ্যে) দেখহে হাস্য-রসিক, জ্ঞান কি যে এখন আমার অবস্থাটা ঠিক হাসি-তামাসার উপযুক্ত নয়? যদি বেশী রাগাও ত বলে রাখছি যে তোমাকে বিপরীত হাসি হাসতে হবে।

[প্রহার করিবার ভাণ করিয়া বসন্তকে ঠেলিয়া রঙ্গমঞ্চের এক পাশে লইয়া যাওয়া]

বসন্ত। ধীরে, বাপু, ধীরে।

যতীন। কেমন ধীরে? আর ধীরে যাওয়া যদি আমার মনঃপূত না হয়?

বসন্ত। এই শোন দেখি। কি ঠিক তুমি চাও?

যতীন। তুমি একটী অকালকুষ্মাণ্ড।

বসন্ত। যতীন, ভায়া, বলি শোন।

যতীন। ভায়াটায়ার কাজ নয়। যদি এক গাছ ছড়ি পাই ত এখন তার সদ্ব্যবহার হয়।

বসন্ত। (যতীনকে তাড়া করিয়া) ছড়ি! তার মানে কি?

যতীন। না, ও আমি কিছু বলিনি।

বসন্ত। তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! কয়েক ঘা না খেলে তোমার বুদ্ধি খুলবে না দেখছি।

যতীন। না, বাবু, তা করবেন না।

বসন্ত। মনে রাখিস এ কথা। ব্যাটা কোচম্যানি করিস আর এমনি তোর ব্যবহার।

যতীন। আমি কোচম্যান বই ত নয়।

বসন্ত। এখনও আমাকে চিনিসনি দেখছি।

যতীন। আমায় মাপ করুন।

বসন্ত। কি বলছিলি? আমায় মারবি?

যতীন। ওটা ত ঠাট্টা বই আর কিছু নয়।

বসন্ত। আরে আমার ঠাট্টা করুনী। (যতীনকে প্রহার করিয়া) অমন ধারা ঠাট্টার কি ফল তা এইবার জেনে রাখো।

[বসন্তর প্রস্থান।

যতীন। (একান্তে) পৃথিবীতে সরল হওয়া মুস্কিল; তাতে কোনও কাজ হয় না। আর সরল হওয়া নয়; এইবার থেকে সত্যি কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দেব। মনিব মারে তার একটা মানে বুঝতে পারি। কিন্তু এ ব্যাটা গোমস্তা, এও গায়ে হাত তোলে দেখছি। যে কোনও উপায়ে এর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

মনোরমা ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

[মনোরমা—সপ্তদশ বর্ষীয়া, অতি সুরূপা ; সামান্ত অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিহিতা ; নম্র, কমনীয় চেহারা]

ভট্টাচার্য্য। ওহে, তোমার মনিব বাড়ী আছেন বলতে পার কি ?

যতীন। হাঁ মশাই, বাড়ীতেই আছেন ; বেশ ভাল করেই জানি।

ভট্টাচার্য্য। তাঁকে বল যে আমরা এসেছি। [যতীনের প্রস্থান।

মনোরমা। ভট্টাচার্য্যমশাই, আমার যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ; হরিধন বাবুর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ দেখার কথায় কেমন যেন ভয় করছে।

ভট্টাচার্য্য। সে কি ! কেন ? তোমার ভয়ের কারণ কি ?

মনোরমা। তা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ? যূপ-কাষ্ঠে ছাগলকে বাঁধবার চেষ্টা করলে সে কি একটু আপত্তিও করতে পাবে না ?

ভট্টাচার্য্য। হরিধনকে বিবাহ করা কি যূপ-কাষ্ঠে বলিদানের সমান হ'ল ? তোমার ব্যবহারে মনে হচ্ছে, যে যুবকের কথা তুমি ব'লছিলে তাকে এখনও তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছ।

মনোরমা। তা সত্যি, ভট্টাচার্য্যমশাই। সে কথা অস্বীকার করা আমার অনুচিত হবে। আমাদের বাসায় এসে সে মাকে ও আমাকে যেরূপ সম্মান দেখিয়েছে, তার সবিনয় সম্ভ্রম আচরণ আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে। তা কখনও ভুলবো না।

ভট্টাচার্য্য। কিন্তু সে কে তা জান কি ?

মনোরমা। না, তা এখনও জানি না বটে ; তবে এই মাত্র জানি

যে ভালবাসা আকর্ষণ করবার জন্যই তাঁর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি আমার মতের কোনও মূল্য থাকত তা হলে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি বিবাহ করতাম না। তাঁর কথা স্মরণ করে এই বিবাহ সহস্রগুণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

ভট্টাচার্য্য। হাঁ গো, এই সব ফচ্‌কে ফুলবাবুরা কথাবার্ত্তায় বেশ পরিপাটী কিন্তু তাদের সাংসারিক অবস্থা মা গঙ্গাই জানেন। পাত্র বৃদ্ধ হলে কি হয়, সে তোমাকে টাকার গদির উপর বসিয়ে রাখবে। আমি অস্বীকার করছি না যে বাহ্যতঃ এ ব্যাপারটা দেখতে একটু দৃষ্টিকটু হবে এবং অমন স্বামীর ঘর করতে গেলে কিছু কিছু অসুবিধাও ভোগ করতে হবে। কিন্তু এ ত আর বেশী দিনের জন্য নয়। আজকাল ত বিধবা বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। ও বুড়োর মৃত্যু হ'লে তুমি অনায়াসে পছন্দ মত আর একটী বিবাহ ক'রে সুখী হতে পারবে।

মনোরমা। ও ভট্টাচার্য্যমশাই! আপনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করছেন? এ যে অতি আশ্চর্য্য! জীবনে সুখী হবার জন্য অপরের মৃত্যু-কামনা করতে হবে? এত বড় ভয়ানক কথা। তবু ও আমরা যখন চাই সে সময়েই যে মৃত্যু আসবে তার কোনও স্থিরতা নেই।

ভট্টাচার্য্য। তুমি ঠাট্টা ক'রছ-বই ত নয়। তুমি তাকে এই ভেবে বিবাহ করবে যে শীঘ্রই সে তোমাকে বিধবা রেখে চলে যাবে। এটা যে বিবাহের একটা সর্ত্ত তাই মনে করা উচিত। তিন

মাসের মধ্যে বুড়ো যদি না মরে তা হলে তার বড়ই অন্যায় হবে। এই যে এদিকে আসছে।

মনোরমা। ভট্টাচার্য্যমশাই, এ কি বিকট মূর্ত্তি।

হরিধনের প্রবেশ

হরিধন। মনোরমা, আমি যদি চশমা প'রে তোমার সাক্ষাতে আসি তা হ'লে কি তুমি অসন্তুষ্ট হবে? আমি জানি, তুমি এমন সুন্দরী যে তোমাকে দেখতে চশমার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আকাশের নক্ষত্রও ত আমরা কাঁচের মধ্য দিয়েই দেখে থাকি। আমি জোর করে বলছি যে তুমি জ্যোতিষ্ক বই আর কিছু নও। নক্ষত্রমণ্ডলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের ন্যায় এই জড় জগতে তুমি শ্রেষ্ঠতম রত্ন। ভট্টাচার্য্যমশাই, এ ত কোনও উত্তর দিচ্ছে না; মনে হয় না যে এই সুন্দরী আমাকে দেখে নিতান্ত আহ্লাদিত হয়েছে।

ভট্টাচার্য্য। তার কারণ ত স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। উনি আপনাকে দেখে ভয়ে ও সম্ভ্রমে বিচলিত হয়েছেন। তরুণীরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা; প্রথম পরিচয়ে প্রকৃত মনোভাব প্রকাশে নিতান্ত অনিচ্ছুক।

হরিধন। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) আপনি যথার্থই বলেছেন। (মনোরমার প্রতি) সুন্দরি, আমার কন্যা তোমাকে অভ্যর্থনা করতে আসছে।

বেলার প্রবেশ

মনোরমা। তুমি একদিন আমাদের বাসায় এসেছিলে, অনেক পূর্ব্বেই আমারও একবার আসা উচিত ছিল। এত দেরী হওয়াতে কিছু মনে ক'রো না।

বেলা। না তুমি ঠিকই করেছ। তোমার মার অসুখ, তোমা[illegible] তত্ত্ব লওয়া আমারই উচিত ছিল।

হরিধন। (বেলার প্রতি) দেখেছ, এ মেয়েটী কত ভাল? বড় সুন্দর।

মনোরমা। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি একান্তে) ওঃ, কি বিদ্‌ঘুটে লোক!

হরিধন। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি) উনি কি বলছেন?

ভট্টাচার্য্য। উনি বলছেন যে ওঁর মতে আপনার মত আদর্শ পুরুষ আর হয় না।

হরিধন। সুন্দরি, তুমি আমাকে অতিশয় সম্মানিত করলে।

মনোরমা। (জনান্তিকে) কি ভীষণ চেহারা!

হরিধন। আমার প্রতি তোমার এই উচ্চ ধারণার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

মনোরমা। (জনান্তিকে) এ ত আর সহ্য হয় না।

কমল, বসন্ত ও বৃন্দাবনের প্রবেশ

[বৃন্দাবন—কামিজ পরিয়া, হস্ত উত্তোলন করিয়া কামিজের দাগ ঢাকিয়া]

হরিধন। এইটি আমার পুত্র, তোমাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্য এও এসেছে।

তৃতীয় অঙ্ক

মনোরমা। (ভট্টাচার্য্যের প্রতি একান্তে) ভট্টাচার্য্য মশাই, এ কি আশ্চর্য্য মিলন! এঁর কথাই ত আপনাকে বলছিলুম।

ভট্টাচার্য্য। (মনোরমার প্রতি একান্তে) এ ত ভারি আশ্চর্য্য!

হরিধন। আমার সন্তানেরা এত বড় হয়েছে দেখে তুমি বুঝি অবাক হচ্ছ? এদের দু'জনাই শীঘ্র আমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে।

কমল। (মনোরমার প্রতি) ভদ্রে, সত্য কথা বলতে কি এরূপ ঘটনা-সমাবেশ আমি আশা করি নি। আজ পিতা যখন আমাকে তাঁর অভিপ্রায় খুলে বললেন তখন প্রথমটা আমি অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম।

মনোরমা। আমারও অবস্থা অবিকল তাই জানবেন। এ অতি অপ্রত্যাশিত, এর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কমল। ভদ্রে, আমার পিতা আপনার চেয়ে ভাল বধূ পছন্দ করতে পারতেন না। আপনাকে অভ্যর্থনা করবার অধিকার পেয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। তবে এও আমাকে বলতে হবে যে আপনি আমার বিমাতার স্থান অধিকার করলে আমার বিশেষ আহ্লাদ হবে না। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আপনাকে স্তোকবাক্য বলতে আমার একটু বাধবে; আপনাকে ঠিক বিমাতার আসনে দেখতে ইচ্ছা নাই। কারো কারো কাছে আমার এ কথা হয়ত ভাল শোনাবে না কিন্তু আমি জানি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। ভদ্রে, এ বিবাহ আমি সম্পূর্ণ অপছন্দ করি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে

পেরেছেন যে আমি এ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী। পিতার অনুমতি পেলে এও বলি যে আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এ বিবাহ কদাচ হতে পারত না।

হরিধন। (জনান্তিকে) হতভাগাটার ধৃষ্টতা বেড়ে উঠেছে। পারিবারিক ঘরোয়া কথা এমনি করে সবাইকে বলছে ?

মনোরমা। উত্তরে আমি শুধু এই ব'লব যে আমার অবস্থাও আপনারই অনুরূপ। আমাকে আপনার বিমাতার জায়গায় দেখতে যদি আপনার অপছন্দ হয়, আপনাকে আমার সপত্নী-পুত্র দেখতে আমারও ইচ্ছা নাই। আপনাকে মিনতি করছি, আপনি যেন মনে করবেন না যে আপনার প্রতি এই উপদ্রব আমার স্বেচ্ছাকৃত। আপনাকে সামান্য দুঃখ দিতেও আমি নিতান্ত কাতর। আপনাকে যথার্থ জানাচ্ছি, যদি দুর্নিবার ঘটনাস্রোতে আমাকে বাধ্য না করে তবে যে বিবাহ আপনাকে এত অসুখী করবে সে বিবাহে আমি কখনই সম্মত হব না।

হরিধন। মনোরমা ঠিকই বলেছে। কমল যেমন মূর্খের মতন কথা বলেছে তার এমনি অস্পষ্ট জবাবেরই প্রয়োজন। পুত্রের ধৃষ্টতার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। ওটা একটা অপদার্থ, কোথায় কি বলতে হয় কিছু জানে না।

মনোরমা। আপনাকে যথার্থ ব'লছি, ওঁর কথায় আমি মোটেই ব্যথিত হই নি। বরঞ্চ ওরূপ স্পষ্ট-বাক্যে আমি প্রীত হয়েছি। অমন সরল স্বীকারোক্তির জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

উনি যদি অন্তরূপ কথা বলতেন তা হলেই আমার মনস্তাপের কারণ হ'ত।

হরিধন। ওকে যে এমনি করে ক্ষমা করলে এতে তোমার উদারতার পরিচয় দিচ্ছে। আশা করি সময়ে ওর বুদ্ধি পাকবে; কালে ওর এ মতের পরিবর্ত্তন হবে।

কমল। না, পিতা, তা হবে না। ভদ্রে, আমাকে বিশ্বাস করুন এই আমার প্রার্থনা।

হরিধন। কেউ কি এমন মূর্খতা দেখেছ? ক্রমশঃ বাড়াবাড়িটা কি রকম হচ্ছে।

কমল। আপনার কি ইচ্ছা আমি কপট ব্যবহার ক'রব?

হরিধন। আমি বলছি যে ভদ্র-ব্যবহার শেখো।

কমল। আপনি যখন আজ্ঞা করছেন তখন নিশ্চয়ই আমি তা পালন ক'রব। (মনোরমার প্রতি) ভদ্রে, আমাকে আমার পিতার তরফ থেকে আপনাকে কিছু ব'লতে অনুমতি দিন। যদি মাপ করেন ত বলি যে পৃথিবীতে আপনার চেয়ে সুন্দরী আর কাকেও দেখি নি। আপনাকে সুখী করবার চেষ্টা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ক'রতে পারলে আমি ধন্য মনে 'রব। আপনাকে পত্নীরূপে লাভ করা যে কোনও লোকের পক্ষেই অতি হর্ষের, অতীব গৌরবের কথা। জগতের বড় বড় রাজা মহারাজার ভাগ্য অপেক্ষাও সে সৌভাগ্য আমি উচ্চতর মনে করি। সত্যি কথা, আমার মতে আপনাকে লাভ করা আর জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন লাভ করা একই কথা;

তাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এর জন্য আমি অতি দুরূহ কাজেও পশ্চাৎপদ হব না এবং সহস্র বাধাও যদি আসে……।

হরিধন। ধীরে, পুত্র, ধীরে।

কমল। এ সব স্তুতি-বাক্য আমি আপনার হ'য়েই ব'লছি।

হরিধন। কি মুস্কিল! আমার মনোভাব ত আমিই প্রকাশ করে বলতে পারি; তোমার ওকালতির প্রয়োজন নাই।……কে আছিস রে, খান কয়েক চেয়ার নিয়ে আয়।

ভট্টাচার্য্য। তার আর প্রয়োজন নাই। আমাদের এখনই মেলা দেখতে যাওয়া উচিত; তা নইলে ফিরতে দেরী হ'য়ে যাবে। ফিরে এসে তখন কথাবার্ত্তা বলবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।

হরিধন। (বৃন্দাবনের প্রতি) বৃন্দাবন, এখনই গাড়ী তৈরি করতে বলে দে। (বৃন্দাবনের প্রস্থান) (মনোরমার প্রতি) বড্ড ভুল হয়ে গেছে; যাবার আগে তোমাকে কিছু খেতে দেওয়া উচিত ছিল।

কমল। পিতা, সে কথা আমার মনে ছিল। আপনার নামে বাজার থেকে আমি কিছু খাবার আনিয়ে রেখেছি; এই কয়েক ঝুড়ি নাগপুরী কমলালেবু, কুড়ি বাক্স কাবুলী আঙ্গুর, কিছু বেদানা, আপেল, এই সব।

হরিধন। (বসন্তর প্রতি একান্তে) বসন্ত!

বসন্ত। (হরিধনের প্রতি একান্তে) এ ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কমল। পিতা, আপনি কি ভাবছেন, এই সব যথেষ্ট নয়? ভদ্রে, আশা করি আপনি মাপ ক'রবেন; দয়া ক'রে এই সামান্য কিছু দিয়ে জলযোগ করুন।

মনোরমা। এর কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কমল। ভদ্রে, পিতার আংটির হীরার মত এমন উজ্জ্বল হীরা আপনি কখনও দেখেছেন কি?

মনোরমা। তাই ত এটী যেমন বড় তেমনই উজ্জ্বল।

কমল। (পিতার আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া) কাছে এসে দেখুন।

মনোরমা। (আংটি হাতে নিয়া) অতি সুন্দর, কেমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ। (মনোরমা আংটি ফিরাইয়া দিতে উদ্যত)

কমল। (বাধা দিয়া) না, না, আপনার হাতে এটী দিব্যি মানায়। পিতা এটী আপনাকে উপহার দিলেন।

হরিধন। আমি?

কমল। পিতা, আপনার উপহার-স্বরূপ উনি এই আংটিটী রাখুন এই কি আপনার অভিপ্রায় নয়?

হরিধন। (কমলের প্রতি একান্তে) সে কি?

কমল। (মনোরমার প্রতি) ঠিকই ত। এটী আপনাকে জোর করে গ্রহণ করাতে পিতা আমাকে ইঙ্গিত ক'রছেন।

মনোরমা। তা কি ক'রে……।

কমল। আমি আপনাকে মিনতি ক'রছি। উনি কিছুতেই এ আংটি আর ফিরিয়ে নেবেন না।

হরিধন। (জনান্তিকে) এ কি সর্ব্বনেশে কথা!

মনোরমা। লোকতঃ সেটা কি......।

কমল। না, না, আমি ব'লছি আপনাকে, এটা ফিরিয়ে দিলে পিতা অতি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন।

মনোরমা। দেখুন......।

কমল। কিছুতেই নয়।

হরিধন। (জনান্তিকে) হতভাগা, পাজি!

কমল। দেখছেন, আপনার প্রত্যাখ্যানে উনি কি রকম ক্রুদ্ধ হচ্ছেন?

হরিধন। (কমলের প্রতি একান্তে) ওরে বিশ্বাসঘাতক।

কমল। দেখলেন, উনি কি রকম নিরাশ হচ্ছেন?

হরিধন। (কমলের প্রতি একান্তে, হস্তোত্তলন করিয়া) পাজি, রাস্কেল!

কমল। পিতা, আমার অপরাধ নাই। ওঁকে গ্রহণ করাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, উনি যে কিছুতেই রাজি হন না।

হরিধন। (কমলের প্রতি একান্তে, অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া) শুয়ার, গাধা।

কমল। ভদ্রে, পিতা আমাকে তিরস্কার করছেন। আপনি কিন্তু তার জন্য দায়ী।

হরিধন। (কমলের প্রতি একান্তে) বদমায়েস, দুরাত্মা।

কমল। (মনোরমার প্রতি) আপনি যদি এখনও অস্বীকার করেন তা হ'লে উনি হয়ত পীড়িত হয়ে পড়বেন। দয়া করুন; আর দ্বিধা ক'রবেন না।

ভট্টাচার্য্য। (মনোরমার প্রতি) এত অনুষ্ঠান কেন? ভদ্র-লোকের যখন এত আগ্রহ তখন আংটিটী নিয়েই নাও না।

মনোরমা। (হরিধনের প্রতি) আপনার ক্রোধের কারণ নাই, আমি এটী এখনকার মত গ্রহণ করলুম। বরঞ্চ অন্য কোনও সুযোগে পরে ফিরিয়ে দেব।

কমল। আপনি পিতাকে কৃতার্থ ক'রলেন। [কমলের প্রস্থান।

বৃন্দাবনের প্রবেশ

বৃন্দাবন। একটী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হরিধন। তাঁকে বল যে আমি এখন ব্যস্ত আছি, আজ আর দেখা হবে না।

বৃন্দাবন। তিনি ব'ললেন যে আপনার জন্য তিনি কিছু পাওনা টাকা এনেছেন।

হরিধন। (মনোরমার প্রতি) মাপ কর, আমি এখুনি ফিরে আসছি।

(হরিধনের প্রস্থান ও মার্ত্তণ্ডের দৌড়াইয়া বেগে প্রবেশ; উভয়ের সংঘর্ষ ও হরিধনের পতন)

মার্ত্তণ্ড। কর্ত্তাবাবু……।

হরিধন। ওঃ, হতভাগা আমার খুন করেছে।

কমলের প্রবেশ

কমল। পিতা, এ কি? (হরিধনকে উঠাইয়া) আপনার আঘাত লেগেছে কি?

হরিধন। ঐ হতভাগা নিশ্চয়ই খাতকদের কাছে থেকে ঘুষ খেয়ে আমার ঘাড় ভাঙ্গবার চেষ্টা ক'রেছে।

বসন্ত। বিশেষ আঘাত কোথাও লেগেছে কি?

মার্ত্তণ্ড। মাপ করুন, কর্ত্তাবাবু, আমি মনে করেছিলুম যে দৌড়ে এসে এ খবরটা……।

হরিধন। কি খবর?

মার্ত্তণ্ড। আপনার ঘোড়ার দু'টো নাল খুলে হারিয়ে গিয়েছে।

হরিধন। শীঘ্র তাকে কামারের বাড়ী নিয়ে যা।

কমল। ইতিমধ্যে, পিতা, আমি আপনার বদলে সবাইকে আপ্যায়ন করি। (মনোরমাকে দেখাইয়া) এঁকে বাগানে নিয়ে যাই, সেখানেই জলযোগ হবে।

[হরিধন ও বসন্ত ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

হরিধন। বসন্ত, খাবারের সব দেখতে যাও; যতটা পার বাঁচিয়ে দোকানীকে ফেরং পাঠাও।

বসন্ত। নিশ্চয়, নিশ্চয়। (বসন্তের প্রস্থান)

হরিধন। পাজি, ছুঁচো ছেলেটা আমার সর্ব্বনাশ ক'রবে দেখছি।

চতুর্থ অঙ্ক

কমল, মনোরমা, বেলা ও ভট্টাচার্য্য

(হরিধনের বাগান)

কমল। আসুন, এইদিকে আসুন ; এইবারে আমরা সুখে থাকতে পারব। এখানে ভয় করবার লোক কেউ নেই, মন খুলে কথাবার্ত্তা কওয়া যাবে।

বেলা। হাঁ, মনোরমা, তোমার প্রতি প্রণয়ের কথা দাদা আমায় বলেছে। তারপরে এই সব গোলমেলে ব্যাপারে তোমার যে কি দুঃখ ও উৎকণ্ঠা হয়েছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমায় বিশ্বাস কর, ভাই, তোমার জন্ম আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

মনোরমা। এই দুঃখের সময় তোমার মত সহৃদয় লোকের সহানুভূতি পেয়ে আমি বড়ই সান্ত্বনা পাচ্ছি। আমি মিনতি করছি তুমি চিরকাল আমার বন্ধু হ'য়ে থাক। আমি তা হলে এই দুঃসময়েও কিছু শান্তিলাভ করতে পারি।

ভট্টাচার্য্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমরা কেউই আমাকে প্রকৃত ঘটনা পূর্ব্বে কিছুই বল নি। আমি তা হলে এ বিবাহটা পণ্ড করে দিতুম ; এ ব্যাপার কি তা হলে এত দূর গড়ায় ?

কমল। আমি কি ক'রব? আমার নিয়তি ছিল তাই এমন হয়েছে। কিন্তু, মনোরমা, তুমি কি করবে স্থির করেছ? এ অবস্থায় তোমার কি কর্ত্তব্য?

মনোরমা। হায়, কিছু স্থির করবার ক্ষমতা কি আমার হাতে আছে? আমি পরাশ্রিতা, মনে মনে কামনা করা ছাড়া আমি আর কি ক'রতে পারি?

কমল। তা ছাড়া আমার জন্ম তোমার হৃদয়ে কি আর কোনও অভিলাষই নাই? শুধু কামনা? কোনও কার্য্যকরী শক্তি নাই? কোনও প্রতিকার নাই? প্রেম-প্রসূত কোনও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাই?

মনোরমা। আমি আর তোমায় কি ব'লবো? নিজেকে আমার অবস্থায় কল্পনা করে দেখ, তার পরে বিচার কর আমার কি করা সম্ভব। আমি তোমার হাতেই আমাকে সমর্পণ করছি, তুমি উপদেশ দাও, পরামর্শ দাও। আমি নিশ্চিত জানি, যা অশোভন বা অশিষ্ট তুমি আমাকে তা করতে ব'লবে না।

কমল। হায়, কঠিন কর্ত্তব্য ও শোভন শিষ্টতা অনুযায়ী পরামর্শ দিতে বলে তুমি আমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন করেছ।

মনোরমা। কিন্তু আমাকে কি করতে বল? নারীর পক্ষে যাহা শিষ্ট ও শোভন তোমার জন্য যদি তাতে জলাঞ্জলি দিতে রাজি হই তা হলেও মায়ের প্রাণে কষ্ট দেওয়া আমার অকর্ত্তব্য; তিনি আমাকে যেমন ভালবাসেন তাতে তিনি যে মর্ম্মাহত হবেন। তুমি তাঁকে ব'লে যা করতে পার কর, আমার তাতে

কোনও আপত্তি নাই। তাঁকে বুঝিয়ে তোমার পক্ষে আনো। তোমার যা খুশী তাঁকে বল, আমি তাতে রাজি আছি। আমার হৃদয়ের কথা তাঁকে যদি বলতে হয়, তাও বল ; এমন কি প্রয়োজন হলে আমি নিজেও তাঁকে সব বলতে প্রস্তুত আছি।

কমল। ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি আমাদের সাহায্য করবেন না কি ?

ভট্টাচার্য্য। তোমরা ত জান, আমারও সেই ইচ্ছা। আমি স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নই ; আমার হৃদয় কি লৌহ দিয়ে তৈরি ? তরুণতরুণীরা যদি পরস্পরকে ভালবাসে তা হলে তাদের সাহায্য করতে আমার আনন্দই হয়। এই ব্যাপারে আমরা এখন কি করতে পারি ?

কমল। একটু চেষ্টা করে ভেবে দেখুন, আমাদের এখন কি করা উচিত।

মনোরমা। ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনিই আমাদের উপদেশ দিন।

বেলা। আপনি যা করেছেন তা পণ্ড করবার জন্য এখন কোনও উপায় উদ্ভাবন করুন।

ভট্টাচার্য্য। বড়ই কঠিন কাজ। (মনোরমার প্রতি) তোমার মাতার কথা ভাবছি না, তিনি অবিবেচক ন'ন। পিতাকে তিনি যে রত্ন দান করতে চেয়ে ছিলেন তা পুত্রকে দান করতে তিনি অসম্মত হবেন না। (কমলের প্রতি) কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে সে পিতাটী যে তোমার পিতা।

কমল। হাঁ, সে ত নিঃসন্দেহ।

ভট্টাচার্য্য। আমি ভাবছি কি যে এ বিবাহ পণ্ড হলে তাঁর জিঘাংসা আরও বেড়ে যাবে। এর পরে কি তিনি তোমাদের এই বিবাহে কিছুতেই সম্মত হবেন? কোনও কৌশলে যদি তাঁকে দিয়ে এ বিবাহে আপত্তি করান যায় তা হলেই মঙ্গল। মনোরমা, যাতে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হন কোনও উপায়ে তুমি তারই চেষ্টা কর।

কমল। আপনি যথার্থ ই বলেছেন।

ভট্টাচার্য্য। হাঁ, এই সব চেয়ে ভাল উপায় তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি করে যে তা হবে সে ত ভেবে পাচ্ছি না।······থাম একটু, ভেবে দেখি।······ধর যদি আমরা অন্য একটী স্ত্রীলোক এনে উপস্থিত করি; তার সঙ্গে লোকলস্কর থাকবে, তার প্রচুর অর্থ আছে বলে জানাব; এমন কি একটা রাজরাজড়ার মেয়ে বলে তাকে চালান যাবে; ক'লকাতার বাইরে অন্য কোনও সহরের লোক, প্রভূত অর্থশালী। তোমার পিতাকে অনায়াসেই বুঝিয়ে দেব যে তার অগাধ সম্পত্তি, মফঃস্বলে প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী, নগদ লাখ দুই টাকা। সে তোমার পিতাকে বিবাহ করতে সম্মত; শুধু সম্মত নয়, নিতান্ত উৎসুক; বিবাহ হলেই সমস্ত সম্পত্তি তোমার পিতার হাতে আসবে। তা হলে বেশ কাজ চলে যাবে, (মনোরমার প্রতি) কেন না হরিধন যদিও তোমাকে ভালবাসেন তবুও অর্থের প্রতি আকর্ষণ তার চেয়েও অনেক বেশী। একবার যদি তিনি

তোমাদের এ বিবাহে মত দেন আর এ বিবাহ হয়ে যায়, তার পরে ঐ অর্থশালী কাল্পনিক ক'নের প্রকৃত অবস্থা জানলে তিনি আর কি করবেন ?

কমল। এ অতি চমৎকার উপায় ঠাউরেছেন।

ভট্টাচার্য্য। ও সব ফন্দি আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার পরিচিত একটী মেয়ের কথাও মনে পড়েছে, তাকে উপস্থিত করে বেশ কাজ চালাতে পারব।

কমল। ভট্টাচার্য্য মশাই, এতে যদি আপনি কৃতকার্য্য হন তা হলে আমি আপনাকে আশাতীত পুরস্কৃত করবো। মনোরমা, এস আমরাও আমাদের কাজ আরম্ভ করি। প্রথম কথা, তোমার মাকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসা। এই বিবাহটা এখনকার মত ভেঙ্গে দিতে পারলে কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকবে। আমি মিনতি করছি, তোমার প্রতি তাঁর যেমন স্নেহ তাতেই তুমি তাঁকে বশ করবার চেষ্টা কর। তোমার চেহারার যত মাধুর্য্য আছে, তোমার জিহ্বা যত বাকপটু, তোমার সৌন্দর্য্যের যত লীলা আছে সব একত্র করে এই কাজে লাগাও। তুমি যদি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ কব তা হলে তিনি নিশ্চয়ই অসম্মত হবেন না।

মনোরমা। আমার যথাসাধ্য আমি নিশ্চয়ই ক'রব, তাতে কোনও সন্দেহ ক'রো না।

হরিধনের প্রবেশ

হরিধন। (জনান্তিকে) আহা, আমার পুত্র যে অতি সমাদরে তার ভাবী বিমাতার সম্বর্দ্ধনা করছে। বিমাতাটীও ত ভারি বশ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর ভিতরে অন্য কোনও রহস্য নাই ত ?

বেলা। এই যে পিতা এসেছেন।

হরিধন। গাড়ী প্রস্তুত ; তোমাদের যখন খুসী যেতে পার।

কমল। পিতা, আপনি যখন যাচ্ছেন না তখন আমিই এঁদের নিয়ে যাই।

হরিধন। না দাঁড়াও ; এঁরা অনায়াসেই যেতে পারবেন। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে।

[হরিধন ও কমল ব্যতীত অন্য সকলের প্রস্থান।

হরিধন। আচ্ছা, বিমাতার কথা ছেড়ে দাও। মেয়েটী কেমন ব'লে তোমার মনে হয় ?

কমল। আমার মনে হয় ?

হরিধন। হাঁ, ওর চেহারা, গড়ন, সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত ?

কমল। এই এক রকম আর কি।

হরিধন। তবু ?

কমল। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমি যেমন ভেবেছিলুম তেমন কিছু নয়। ওঁর হাবভাব কেমন যেন একটু

অশিষ্ট, চলাফেরা যেন কুৎসিত, সৌন্দর্য্য এই অসাধারণ কিছু নয়, আর বুদ্ধির ত বিশেষ কোনও পরিচয় পেলুম না। আপনি যাতে ওঁকে অপছন্দ করেন সে জন্য এ সব বলছি তা যেন মনে করবেন না, কেন না আমাদের একজন বিমাতা যদি আসেনই তবে অন্য লোক এলেও যা ইনি এলেও তাই, একই কথা।

হরিধন। তবুও ওর সঙ্গে তুমি এখনই কথাবার্ত্তা বলেছ……।

কমল। আপনার হয়ে ওঁকে আমি অনেক স্তোক-বাক্য বলেছি; সে কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য।

হরিধন। তা হলে তুমি ওকে পছন্দ কর না?

কমল। কে? আমি? মোটেই নয়।

হরিধন। তোমার কথা শুনে আমি দুঃখিত হলুম, কেন না আমি যা ভাবছিলুম তা আর তা হলে হয়ে ওঠে না। ওকে এখানে দেখে অবধি আমি আমার বয়সের কথা ভাবছি। আমার মনে হয় যে আমি যদি অতটুকু এক ফোঁটা মেয়েকে বিবাহ করি তবে লোকে আমার নিন্দা করবে। এই ভেবে আমি স্থির করেছিলুম আমি এ বিবাহ করব না। কিন্তু আমি যখন ওর মাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আর ওরাও যখন সম্মত হয়েছে তখন আমি ভাবছিলুম যে তোমার সঙ্গে ওর বিবাহ দিলেই ভাল হয়। কিন্তু তোমার যখন অমত তখন আর আমি তা করবো না।

কমল। আমার সঙ্গে?

হরিধন। হাঁ, তোমার সঙ্গে।

কমল। বিবাহ?

হরিধন। হাঁ, বিবাহ।

কমল। তাঁকে যে আমার পছন্দ হয়নি তা ঠিক কিন্তু, পিতা, আপনাকে সন্তুষ্ট ক'রবার জন্য আপনি যদি চান তবে আমি এঁকেই বিবাহ করতে সম্মত হব।

হরিধন। আমি যদি চাই! তুমি যতটা মনে কর তার চাইতে বেশী কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। আমি তোমার প্রতি বল প্রয়োগ করতে চাই না।

কমল। মাপ ক'রবেন, পিতা; আমি ওঁকে ভালবাসতে চেষ্টা ক'রবো।

হরিধন। না, না, তা কি হয়? জোর করে ভালবাসা যায় না; আর তাতে বিবাহ সুখেরও হয় না।

কমল। পিতা, আমার মনে ক্রমশঃ ভালবাসা জন্মাবে এবং কালে আমি সুখী হতে পারব। লোকে বলে যে অনেক সময় বিবাহের পরে ভালবাসা স্বতঃই জন্মায়।

হরিধন। না, পুরুষের বেলা তা বলা চলে না, সে আশায় বিবাহ করাও উচিত নয়। এতে কালে এত অসুবিধা ও দুঃখ হতে পারে যে আমি সে দায়ীত্ব নিতে চাই না। তুমি যদি ওকে পছন্দ করতে তা হলে আমার পরিবর্ত্তে তোমার সঙ্গেই ওর বিবাহ স্থির করতুম। কিন্তু এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমি আমার পূর্ব্বেকার অভিপ্রায় অনুযায়ীই কাজ ক'রবো। আমিই ওকে বিবাহ ক'রবো।

কমল। আচ্ছা, পিতা, ব্যাপারটা যখন এমনি পাকিয়ে উঠছে তখন আমার মনের কথা আমি স্পষ্টই আপনাকে খুলে বলি; আপনাকে আমাদের গোপন কথাই ব'লব। সত্যি কথা এই যে কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁদের বাড়ীতে মনোরমাকে যে দিন দেখেছিলুম সেই দিন থেকেই আমি ওঁকে ভালবেসেছি। আমি মনে করেছিলুম যে আজই আপনাকে সে কথা ব'লে ওঁকে বিবাহ করবার জন্য আপনার সম্মতি ভিক্ষা ক'রবো। আপনি ওঁকে বিবাহ করতে চান এবং আপনি অসন্তুষ্ট হবেন এই জন্যই সে কথা ব'লনি।

হরিধন। মনোরমার সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

কমল। হাঁ, পিতা।

হরিধন। অনেকবার?

কমল। আমাদের পরিচয় হওয়া অবধি অনেকবারই সাক্ষাৎ হয়েছে।

হরিধন। তোমার সঙ্গে সে কিরূপ ব্যবহার করেছে?

কমল। অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আজকের আগে উনি আমার পরিচয় জানতেন না; তাই উনি আমাকে এখানে দেখে অমন আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন।

হরিধন। তুমি ওকে তোমার প্রণয়-জ্ঞাপন করেছ? তোমাকে বিবাহ করবার কথা জিজ্ঞাসা করেছ?

কমল। নিশ্চয়ই; ওঁর মাকেও এ বিষয়ে কিছু কিছু ব'লেছি।

হরিধন। ওর মা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন?

কমল। স্পষ্ট কথা হয় নি তবে তিনি প্রায় সম্মতই ছিলেন।

হরিধন। মনোরমাও কি তোমাকে ভালবাসে?

কমল। হাঁ, পিতা।

হরিধন। (জনান্তিকে) বেশ, বেশ, এই গুপ্ত প্রণয়ের খবর জেনে পরম প্রীত হয়েছি। এই কথাই জানতে চেয়েছিলুম। (কমলের প্রতি) দেখ, কমল, তোমাকে স্পষ্ট ব'লছি। মনোরমার প্রতি প্রণয় তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। আমি যাকে বিবাহ ক'রবো তার প্রতি প্রণয়-জ্ঞাপন করা তোমার শোভা পায় না। যার সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ স্থির করেছি তাকে অবিলম্বে বিবাহ করতে প্রস্তুত হও।

কমল। পিতা, এই প্রতারণা কি আপনার উচিত কাজ হ'ল? আচ্ছা, ব্যাপারটা যখন এমনি জটিল হয়ে উঠেছে তখন আমি প্রকাশ্যেই আপনাকে ব'লছি যে মনোরমার প্রতি আমার প্রেম অটল থাকবে। শুধু তাই নয়, এও জেনে রাখুন যে তাকে লাভ করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রবো; তজ্জন্য আমাকে যাই কেন না ক'রতে হোক আমি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হব না। আপনি যদি তার মাতার সম্মতি পেয়ে থাকেন তা হলে আমাকে অন্য উপায়ে তাকে লাভ করবার চেষ্টা করতে হবে।

হরিধন। কি, পাজি! আমাকে এরূপ দুর্ব্বাক্য বলতে তোমার সাহস হয়?

কমল। আপনিই আমাকে দুর্ব্বাক্য বলছেন। আমিই প্রথমে মনোরমাকে ভালবেসেছি।

হরিধন। আমি তোমার পিতা না? আমাকে সমীহ করে চলা তোমার কর্ত্তব্য নয়?

কমল। পিতা, এমন বিষয়ও পৃথিবীতে আছে যার সম্বন্ধে পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য নয়। যথার্থ প্রেম কাহারও আজ্ঞা পালনে অক্ষম।

হরিধন। আমার লাঠি তোমাকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারবে।

কমল। ভয় প্রদর্শন বৃথা, আমি তাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নই।

হরিধন। তুমি মনোরমার আশা ত্যাগ করবে কি না বল।

কমল। কদাচ নয়, প্রাণ থাকতে নয়।

হরিধন। আমার লাঠিগাছটা কোথায়? শীঘ্র বলছি, লাঠি আন।

যতীনের প্রবেশ

যতীন। আসুন, আসুন, এ কলহের মানে কি? আপনারা কি ভাবছেন?

কমল। আমি মোটেই কেয়ার করি না।

যতীন। (কমলের প্রতি) আহা, ধীরে, মশাই, ধীরে।

হরিধন। আমার সঙ্গে এমন অশিষ্ট ব্যবহার করতে সাহস পায়, এত আস্পর্দ্ধা!

যতীন। (হরিধনের প্রতি) আহা, কর্ত্তাবাবু, মাপ করুন।

কমল। আমার যা কথা সেই কাজ।

যতীন। (কমলের প্রতি) সে কি! আপনার পিতার বিরুদ্ধে?

হরিধন। লাঠি-পেটা না করলে এর শাস্তি হবে না।

যতীন। (হরিধনের প্রতি) সে কি, নিজের পুত্রকে? আমাকে যে প্রহার করেছেন সে স্বতন্ত্র কথা।

হরিধন। আচ্ছা, যতীন, তুমিই এ বিষয়ে বিচার কর; তা হলে বুঝবে যে আমার কথাই ঠিক।

যতীন। আমি রাজি আছি। (কমলের প্রতি) আপনি একটু দূরে অপেক্ষা করুন।

[রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্তে কমলের অবস্থান]

হরিধন। একটী মেয়েকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করি। এই হতভাগার ধৃষ্টতা দেখ, সেও নাকি তাকে ভালবাসবে এবং আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাকে বিবাহ করতে চায়।

যতীন। ওঃ, এতে ত উনিই অপরাধী।

হরিধন। যে পুত্র বিবাহে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে প্রস্তুত সে কি নরাধম নয়? পিতার প্রণয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বিরত হওয়া কি পুত্রের কর্ত্তব্য নয়?

যতীন। আপনি যথার্থই বলেছেন। একটু সবুর করুন, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

[কমলের নিকট গমন। পরবর্ত্তী কথাবার্ত্তায় যতীনের কমল ও হরিধনের নিকট যাইয়া কথা বলা; হরিধন ও কমলের রঙ্গমঞ্চের দুই প্রান্তে অবস্থান]

কমল। আচ্ছা, উনি যদি তোমাকেই এ বিষয়ে বিচার করতে বলেন তাতে আমার আপত্তি নাই। কে বিচার করবে সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তুমিই আমাদের কলহের বিচার কর।

যতীন। আপনি আমাকে অতিশয় সম্মানিত করলেন।

কমল। একটী মেয়ের সঙ্গে আমার প্রণয় হয়েছে; আমি তাঁকে ভালবাসি, তিনিও আমায় ভালবাসেন। আমাকে বিবাহ করার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছেন। কিন্তু পিতা নিজে তাঁকে বিবাহ করবার চেষ্টা করে আমাদের সঙ্কল্প ভেস্তে দিতে চান।

যতীন। এ তাঁর অনুচিত।

কমল। তাঁর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে বিবাহের কথা চিন্তা করাও নিতান্ত লজ্জাকর নয় কি? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ওঁর কি প্রেমে পড়া উচিত হয়েছে। ওঁর চেয়ে অল্প বয়সের লোকদের হাতে প্রেমের ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া কি ওঁর উচিত নয়?

যতীন। আপনি যথার্থই বলেছেন। বাস্তবিক ওঁর তা অভিপ্রায় নয়; ওঁকে আমি বুঝিয়ে বলছি। (হরিধনের প্রতি) সত্যি দেখুন, আপনি আপনার পুত্রকে যতটা অবুঝ মনে করছেন তিনি তা নন। উনি বললেন যে আপনাকে সম্মান করা তাঁর উচিত, একথা উনি জানেন, শুধু রাগের মাথায় ওসব কথা বলে ফেলেছেন। আপনি যদি ওঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন

ওঁর পছন্দমত কাউকে বিবাহ ক'রতে অনুমতি দেন তা হলে উনি আপনার আজ্ঞা পালন করতে সম্মত আছেন।

হরিধন। বেশ, বেশ, ওকে বল যে এই সর্ত্তে ও য· চায় তাই ও পাবে। মনোরমা ব্যতীত অন্য যে কাউকে ও বিবাহ করতে ইচ্ছা করে তাতেই আমি অনুমতি দেব।

যতীন। আমার হাতেই এ বিষয় ছেড়ে দিন। (কমলের প্রতি) দেখুন, আপনার পিতাকে যতটা অবিবেচক বলে আপনি আমাকে বলেছেন উনি মোটেই তা নন। উনি বলেন যে আপনার উগ্রতায় উনি নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। পিতার প্রতি পুত্রের যে সম্মান দেখান উচিত তা যদি আপনি দেখান আর পিতাকে সমীহ করে সদয় ব্যবহার করেন তা হলে আপনি যা চান তাতেই উনি সম্মত হবেন।

কমল। যতীন, তুমি ওঁকে বল যে উনি যদি মনোরমাকে ছেড়ে দেন তা হলে উনি দেখবেন যে আমি অতি বিনয়ী পুত্র হব ; ওঁর মতের বিরুদ্ধে কোনও কাজই ক'রবো না।

যতীন। (হরিধনের প্রতি) সব ঠিক হয়েছে। উনি আপনার কথায় সম্মত হয়েছেন।

হরিধন। এ অতি উত্তম কথা।

যতীন। (কমলের প্রতি) উনি রাজি হয়েছেন। আপনার কথা শুনে উনি বড়ই প্রীত হয়েছেন।

কমল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমার প্রণয়ের পথ নিষ্কণ্টক হয়েছে।

যতীন। (উভয়কে) দেখুন, ধীরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করলে আপনাদের কলহ এখুনি শেষ হয়ে যাবে। পরস্পরকে বুঝাবার চেষ্টা না ক'রে আপনারা শুধু শুধু কলহ করছিলেন। এখন আর কোনও বিবাদ নাই।

কমল। যতীন, তোমার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

যতীন। সে কথা আর বলবার প্রয়োজন নাই।

হরিধন। যতীন, তুমি যে আমাকে কত সুখী করলে তা আর কি ব'লবো ; এ জন্য তুমি পুরস্কৃত হবার যোগ্য। (হরিধনের পকেটে হাত দেওয়া ও যতীনের হস্ত প্রসারিত করা, কিন্তু হরিধন শুধু রুমাল বাহির করিয়া) আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার ; তোমার এ উপকার আমার স্মরণ থাকবে।

যতীন। ধন্যবাদ মহাশয়। (যতীনের প্রস্থান)

কমল। পিতা, আমার হঠকারিতা ক্ষমা করুন।

হরিধন। ও কিছু নয়।

কমল। আমি আপনাকে বলছি যে এ ব্যাপারে আমি নিতান্ত দুঃখিত।

হরিধন। পূর্ব্বের ন্যায় তোমার সুমতি হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'য়েছি।

কমল। আমার অপরাধ এত শীঘ্র ক্ষমা করাতে আপনার দয়ারই পরিচয় পাচ্ছি।

হরিধন। পুত্র যদি স্বীয় কর্ত্তব্য পথে ফিরে আসে তা হলে পিতা মাত্রই তার অপরাধ ক্ষমা করে থাকে।

কমল। আপনি তা হলে আর আমার এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে অসন্তুষ্ট নন ?

হরিধন। তোমার বিনয় ও বশ্যতা স্বীকার দেখে আর আমার ক্রোধ নাই।

কমল। আমি নিশ্চয় বলছি, পিতা, আপনার দয়ার কথা আমি চিরকাল মনে রাখব।

হরিধন। আমিও তোমায় বলছি যে ভবিষ্যতে তুমি যা চাও আমি তাতেই তোমায় অনুমতি দেব।

কমল। পিতা, আমি আর কিছুই চাই না। আপনি যে মনোরমাকে আমায় দিলেন তাই যথেষ্ট।

হরিধন। কি ?

কমল। আমি এই বলছি, পিতা, আপনি যা আমাকে আজ দিলেন তার জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি যখন মনোরমাকে দিলেন তখন আমাকে সবই দেওয়া হল।

হরিধন। মনোরমাকে দেওয়ার কথা কে বলেছে ?

কমল। আপনি, পিতা।

হরিধন। আমি ?

কমল। হাঁ।

হরিধন। কি ? এইমাত্র না তার আশা ত্যাগ করতে তুমি সম্মত হয়েছ ?

কমল। আমি ! তার আশা ত্যাগ ?

হরিধন। হাঁ।

কমল। নিশ্চয়ই না।

হরিধন। তুমি তাকে লাভ করবার চেষ্টা থেকে বিরত হবে বলেছ না?

কমল। কদাচ নয়, বরঞ্চ তাকে লাভ করতে আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

হরিধন। পাজি! আবার ঐ কথা?

কমল। কিছুতেই আমি এ সঙ্কল্প হতে বিচলিত হব না।

হরিধন। হতভাগা, আবার আমাকে রাগাচ্ছ?

কমল। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।

হরিধন। আমার সামনে আর কখনও এস না, আমি বারণ করছি।

কমল। আপনার যেরূপ অভিপ্রায়।

হরিধন। আমি তোমাকে ত্যাগ করলুম।

কমল। ত্যাগ করলেন?

হরিধন। হাঁ, ত্যাজ্য পুত্র করলুম।

কমল। ত্যাজ্য পুত্র করলেন?

হরিধন। আমি তোমাকে আমার বিষয় হতে বঞ্চিত করলুম।

কমল। আচ্ছা।

হরিধন। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি।

কমল। আপনার কাছ থেকে কিছুই আমি চাই না।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

কমল ও ফেলা

ফেলা। (বাগান হইতে একটী বাক্স হাতে করিয়া) বাবু, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। শীঘ্র আসুন, এই দিকে।

কমল। কি হয়েছে?

ফেলা। আমার সঙ্গে আসুন। আমরা বেঁচে গিয়েছি।

কমল। কি ক'রে?

ফেলা। আপনি যা চান তা এই বাক্সে আছে।

কমল। কি?

ফেলা। এর জন্য সমস্ত দিন আজ সতর্ক ছিলুম।

কমল। এ কি?

ফেলা। আপনার পিতার টাকার বাক্স।

কমল। কি করে আনলি?

ফেলা। পরে ব'লবো, এখন পালাই চলুন। আমি যেন আপনার পিতার স্বর শুনছি।

[কমল ও ফেলার প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে হরিধনের বেগে প্রবেশ, চুল উস্কখুস্ক, কামিজ ছেঁড়া)

হরিধন। চোর, চোর, ডাকাত, খুন। হা ঈশ্বর! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। খুন হয়েছে, আমার গলায় ছুরী দিয়েছে।

সব সোনাটা চুরি করেছে। কে এ কাজ করলে? অ্যাঁ, তার কি হয়েছে? কোথায় সে? কোথায় পালিয়েছে? কি করে তাকে খুঁজে পাব? কোথায় যাই? এখানে কি? কে এ? দাঁড়াও বলছি। (নিজের বাহু সজোরে ধরিয়া) হতভাগা, আমার টাকা ফিরিয়ে দে বলছি। ওহো হো, এ যে আমি। অ্যাঁ, আমি কি ক্ষেপে যাচ্ছি? কে আমি? কোথায় আছি? কি করছি? কিছু বুঝতে পারছি না। হায় বেচারী টাকা আমার, অত বড় সোনার তালটা; প্রিয়তম বন্ধু, চোরেরা তোমাকে আমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। তোমাকে নিয়ে গিয়েছে, জোর করে নিয়ে গিয়েছে; তোমার অনুপস্থিতিতে, বন্ধু, আমি আমার বল, সহায়, সান্ত্বনা, আমার সুখ সবই হারিয়েছি। আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে, এ জগতে আমার কিছুই আর থাকল না। তোমার বিচ্ছেদে আমার এখন বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। সব শেষ হল, আর সহ্য হয় না। আমি মরে যাব; আমি ত মরেই গিয়েছি। আমার এত সাধের টাকা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে কিম্বা কে তা নিয়ে গিয়েছে তা আমায় ব'লে কেউ কি তোমরা আমায় বাঁচাবে না? অ্যাঁ, কি বললে তুমি?...না, কেউ নেই ত। যেই নিয়ে থাক সে নিশ্চয়ই আমার উপরে নজর রেখেছিল। আমার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের সঙ্গে যখন আমি কথা বলছিলুম সেই সময়েই এ চুরি হয়েছে। আমি যাবই। আমি এর বিচার চাই। বাড়ীর সবাইকে পীড়ন ক'রব,—

দাসী, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, এমন কি নিজেকেও পীড়ন ক'রব। এতগুলো লোক বাড়ীতে এসে জুটেছে কি ক'রে? সবগুলোই চোর। এমন ত কাউকেই দেখি না যার উপরে আমার সন্দেহ হয় না। ঐ, ঐ, ঐখানে জটলা করে ওরা সব কি বলছে? চোরের কথা ব'লছে কি? ঐ দিকে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না? ঐ বুঝি চোর? আমি তোমাদের মিনতি করছি, যদি চোরের কথা তোমরা কিছু জান, আমায় খুলে বল। বল, বল। চোর কি তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে? এরা সবাই এতে জড়িত আছে? এরা সবাই আমায় দেখে হাসছে। এ ডাকাতি; এরা সবাই এতে জড়িত আছে। শীঘ্র এস, হাকিম, পুলিশ, জজ, উকিল সব ছুটে এস। আমাকে বাঁচাও। আমি সবাইকে ফাঁসি দেব। আর যদি আমার টাকা ফিরে না পাই তা হলে আমি নিজেই ফাঁসিতে ঝুলব।

পঞ্চম অঙ্ক

হরিধন ও পুলিশের দারোগা

[দারোগা—সরকারী পরিচ্ছদ পরিহিত ; পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া প্রায়ই লিখিতে ব্যস্ত]

দারোগা। আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি ঠিক করছি। চোর ধরা ত এই আর প্রথম নয়। যত লোককে জেলে পুরেছি তার অর্দ্ধেক টাকাও যদি আমার থাকত।

হরিধন। সব জজ হাকিমকেই আমার এই চুরীর বিচার করতে আহ্বান করুন। টাকা যদি ফিরে না পাই তা হলে তাদেরও বিচার হওয়া উচিত।

দারোগা। সব বিষয়ে এখন আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। আপনি বলছিলেন না যে একটী হাতবাক্সে……?

হরিধন। বিশ হাজার টাকার সোনা ছিল।

দারোগা। বিশ হাজার টাকা!

হরিধন। হাঁ, বিশ হাজার টাকা।

দারোগা। খুব বড় চুরি ত।

হরিধন। এই ভীষণ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নাই। এর জন্য যদি না কঠিন শাস্তি হয় তবে লোকের ধনপ্রাণ আর নিরাপদ থাকবে না।

দারোগা। টাকাটা কি নগদ ছিল?

হরিধন। না, সবটাই খাঁটি সোনা ছিল।

দারোগা। কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?

হরিধন। সবাইকে। সমস্ত পাড়ার লোক, সমস্ত সহরের লোককে হাজতে রাখুন।

দারোগা। আমার হাতে যদি এ কেস্ দিন তা হলে আপনাকে বলছি, কাউকে সন্দেহ করে যেন ভয় পাইয়ে দেবেন না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে ধীরভাবে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চোর ধরা প'ড়লে তখন জোর করে আপনার টাকা বের করা যাবে।

জগদীশের প্রবেশ

জগদীশ। (রঙ্গমঞ্চের একপার্শ্বে, যে দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে পুনরায় সেইদিকে গমনোদ্যত) আমি এখুনি আসছি। এখনই ওর গলা কাটতে হবে, পা দু'টো পুড়িয়ে ফেলতে হবে ; তার পরে গরম জলে ফেলে ছাদের বরগার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

হরিধন। কাকে ? যে আমার টাকা চুরি করেছে তাকে ?

জগদীশ। সরকারমশাই যে তিতিরটা নিয়ে এসেছে আমি তার কথা বলছিলুম। রান্নাটা আজ বেশ মনের মতই হবে।

হরিধন। সে কথা আর আমি ভাবছি না। এই ভদ্রলোক অন্য খবরের জন্য তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

দারোগা। (জগদীশের প্রতি) ভয় পেয়ো না। আমি কাউকে দোষী বলতে চাই না। ব্যাপারটা বেশী গোলমাল না করে হাঁসিল করতে হবে।

জগদীশ। (হরিধনের প্রতি) এই ভদ্রলোকটীও কি আজ রাত্রে এখানে আহার করবেন ?

দারোগা। দেখ হে, তোমার মনিবের কাছে তোমার কিছুই গোপন করা উচিত নয়।

জগদীশ। নিশ্চয়ই, আমি যা জানি সবই আজ দেখাব; ভোজটা যত ভাল করতে পারি তার চেষ্টাই ক'রব।

দারোগা। কথা হচ্ছে কি……।

জগদীশ। যত ভাল করতে চাই তা যদি না হয়ে ওঠে তবে গোমস্তার দোষ বলতে হবে। পয়সা বাঁচাবার জন্য সে কি সব জিনিস আনিয়ে দিয়েছে?

হরিধন। গাধা কোথাকার। আমরা এখন অন্য কথা বলছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার যে টাকাটা চুরি গিয়েছে তা কোথায় আছে বলতে পার কি?

জগদীশ। আপনার টাকা চুরি গিয়েছে নাকি?

হরিধন। হাঁ রে, গর্দ্দভ। যদি সে টাকা ফিরিয়ে না দিস তবে তোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব।

দারোগা। (হরিধনের প্রতি) আসুন, আসুন, এর প্রতি এত কড়া হবেন না। এর চেহারা দেখে বুঝতে পারছি যে লোকটা ভাল, হাজতে না যেয়েই এ যা জানে সব আমাদের ব'লবে। হাঁ হে, যদি তুমি কবুল কর তা হলে তোমার কোনও ভয় নাই, বরঞ্চ তোমার মনিবের কাছ থেকে পুরস্কার পাবে। এঁর কিছু টাকা চুরি গিয়েছে। তুমি যে সে বিষয়ে কিছুই জান না তা অসম্ভব।

জগদীশ। (জনান্তিকে) গোমস্তার প্রতি প্রতিহিংসা নেবার এই

ত সুযোগ। এখানে এসে অবধি সেই কর্তার প্রিয় হয়েছে, কর্তা কেবল তারই কথা কাণে তোলেন। যতীনকে প্রহার করার প্রতিশোধ নিতে হবে। তাকে দিয়ে এ কাজ করাব।

হরিধন। বিড় বিড় করে কি বলছিস ?

জগদীশ। যতীন এর খবর জানে।

হরিধন। যতীনকে ডাক। [জগদীশের প্রস্থান।

দারোগা। দেখুন, আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন। এ কাজ ধীরে করা উচিত। অযথা ভয় কি সন্দেহ জাগিয়ে তুললে আপনার ভৃত্যদের কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যাবে না।

(যতীনের প্রবেশ)

হরিধন। যতীন, কে আমার টাকা চুরি করেছে জান কি ?

[যতীনের ইতস্ততঃ করা]

দারোগা। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এ আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। এ যে অতি সৎলোক তা আমি একে দেখেই বুঝতে পারছি।

যতীন। মশাই, আমি যা জানি তা যখন আপনি শুনতে চান তখন আমি বলছি, আমার বিশ্বাস এ কাজ আপনার গোমস্তা করেছে।

হরিধন। বসন্ত ?

যতীন। হাঁ।

হরিধন। তাকে দেখলে যে খুব বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

যতীন। সেই ! আমার ধারণা সে ছাড়া আর কেউ নয়।

হরিধন। কি ক'রে তোমার এ ধারণা হ'ল ?

যতীন। কি ক'রে আমার ধারণা হ'ল ?

হরিধন। হাঁ, কি করে ?

যতীন। আমার ধারণা · ···এই আমার বিশ্বাস।

দারোগা। কি প্রমাণ পেয়েছ তাই বল।

হরিধন। যেখানে আমার টাকা ছিল তার আশে পাশে তাকে যেতে দেখেছ ?

যতীন। নিশ্চয়ই। টাকাটা কোথায় ছিল ?

হরিধন। বাগানে।

যতীন। ঠিক তাই। আমি তাকে চুপি চুপি বাগানের দিকে যেতে দেখেছি। আপনার টাকা কিসের মধ্যে ছিল ?

হরিধন। একটী বাক্সে।

যতীন। অবিকল তাই। আমি তার হাতে একটী বাক্সও দেখেছি।

হরিধন। বাক্স দেখেছ ? কিরকম বাক্স ? আমার বাক্স কি না তা আমি সহজেই বুঝতে পারব।

যতীন। কি রকম বাক্স ?

হরিধন। হাঁ।

যতীন। সেটা এই, এই······একটা বাক্স আর কি।

দারোগা। অবশ্য বাক্স। সেটার বর্ণনা কর, তবেই বোঝা যাবে সেই বাক্স কি না।

যতীন। একটা বড় বাক্স।

হরিধন। আমার বাক্সটা ছোট ছিল।

যতীন। তা যদি বলেন ত ছোটই বলতে হয়। তার মধ্যে যা ছিল তা যদি ধরেন তা হলে বড়ই বলতে হয় বই কি।

হরিধন। কি রঙের বাক্স ?

যতীন। কি রঙের ?

দারোগা। হাঁ।

যতীন। রঙটা……একটা রঙ যা ঠিক……ঠিক কথাটা ভুলে যাচ্ছি যে।

হরিধন। ধেৎ !

যতীন। লাল কি ?

হরিধন। না, ধূসর বর্ণের।

যতীন। হাঁ, হাঁ, ধূসরই বটে কিন্তু কতকটা লালচে ধরণের ; আমি তাই বলতে যাচ্ছিলুম।

হরিধন। আর সন্দেহ নাই ; ওটা নিশ্চয়ই আমার বাক্স। দারোগা-মশাই, এর সাক্ষ্য লিখে নিন। কি আশ্চর্য্য ! এর পরে আর কাকে বিশ্বাস ক'রবো ? কোন্ দিন দেখছি, আমি নিজেই আমার টাকা চুরি করেছি, এও বিশ্বাস করতে হবে।

যতীন। ওই সে ফিরে আসছে। আমি যে এই খবর আপনাদের দিয়েছি দয়া করে ওকে যেন তা বলবেন না ; আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

(বসন্তর প্রবেশ)

হরিধন। এস, এস, স্বীকার পাও। এর চেয়ে ঘৃণ্য কাজ, এর চেয়ে ভীষণ অপরাধ কেউ আর কখনও করে নি।

বসন্ত। কি চান, কর্ত্তাবাবু?

হরিধন। হতভাগা কি চাই! এই জঘন্য অপরাধ করে তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

বসন্ত। কি অপরাধের কথা বলছেন?

হরিধন। কি অপরাধের কথা বলছি? পাপিষ্ঠ, যেন কিছুই বুঝতে পার নি। এখন লুকোবার চেষ্টা বৃথা। আমরা সব জানতে পেরেছি; এই মাত্র সমস্ত বিবরণ শুনলুম। আমার সদয় ব্যবহারের পরিবর্ত্তে এই তুমি করলে? আমার বাড়ীতে এসে এই বিশ্বাসঘাতকতা? এত নীচ তোমার ব্যবহার?

বসন্ত। মশাই, সবই যখন আপনি জানতে পেরেছেন তখন আমি যা করেছি তা আর অস্বীকারও ক'রবো না কিম্বা দোষাচ্ছাদনের চেষ্টাও ক'রবো না।

যতীন। (জনান্তিকে) ও হো, আমি ত সত্যিকথাটাই আন্দাজ করেছি।

বসন্ত। এ বিষয়ে আমি নিজেই আপনাকে বলব মনে করেছিলুম এবং শুধু সুযোগের অপেক্ষা করছিলুম। তা আর হ'ল না। আপনি রাগ করবেন না। আমার উদ্দেশ্যটা অনুগ্রহ করে শুনুন।

হরিধন। ঘৃণিত চোর! কি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করেছ?

বসন্ত। মশাই, এরূপ গাল দেওয়া আপনার অকর্ত্তব্য। এ সত্যি যে আমি আপনার কাছে অপরাধ করেছি। কিন্তু সে অপরাধ গুরুতর কিছু নয়।

হরিধন। গুরুতর নয়? এমনি ছল করে বাড়ীতে ঢুকে এমন সর্ব্বনাশ করেছ।

বসন্ত। আমি মিনতি করছি, আপনি রাগ করবেন না। আমার যা বলবার সব শুনলে আপনি বুঝবেন যে আপনি যত গুরুতর বলে মনে করছেন আমার অপরাধ মোটেই তত গুরুতর নয়।

হরিধন। অপরাধ যত গুরুতর মনে করছি মোটেই তা নয়! পাজি, নরাধম কোথাকার!

বসন্ত। আপনার সর্ব্বস্ব ধন অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে নি। আমার সামাজিক পদ এত উচ্চ যে তাতে আপনার কোনও অপমান হবে না। এতে এমন কিছু অপরাধ হয় না যাতে আপনি ক্ষতির জন্য কোনও দাবী করতে পারেন।

হরিধন। আমার যা তুমি নিয়েছ তা তোমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

বসন্ত। আমি আপনার মান সম্পূর্ণ বজায় রাখব।

হরিধন। আমার মানই কেবল আহত হয় নি। কিন্তু বল দেখি, এ কাজ তুমি কেন ক'রলে।

বসন্ত। হায়, এ ও আপনি জিজ্ঞাসা করছেন?

হরিধন। হাঁ, এর উত্তর দাও দেখি।

বসন্ত। মশাই, এ সেই দেবতার কাজ যার ব্যবহারের কোনও উপযুক্ত কৈফিয়ৎ কেউ দিতে পারে না; এ প্রণয়।

হরিধন। প্রণয়?

বসন্ত। হাঁ।

হরিধন। বেশ প্রণয়, উত্তম প্রণয়ই বটে। আমার অর্থের প্রতি প্রণয় ?

বসন্ত। না মশাই, আপনার অর্থ আমাকে প্রলোভিত করে নি ; তার প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আপনি যদি এ রত্ন আমাকে রাখতে দেন তা হলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার অর্থের প্রত্যাশী হব না।

হরিধন। কি আপদ ! না, এ আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। এ রকম বদমায়েশী কেউ কখনও দেখেছ ? ডাকাতি করে যা নিয়েছে তাই আমাকে ছেড়ে দিতে বলে !

বসন্ত। একে আপনি ডাকাতি বলেন ?

হরিধন। একে আমি ডাকাতি বলি ! অমন মূল্যবান সামগ্রী।

বসন্ত। আমি স্বীকার করি যে এ অতি মূল্যবান সামগ্রী, আপনার অগাধ সম্পত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। কিন্তু আমাকে দান করলে তা অপাত্রে পড়বে না। আমি জানু পেতে ভিক্ষা করছি, এই মনোরম রত্নটী আপনি আমাকেই দান করুন। আপনি যদি যথার্থই ন্যায় বিচার করেন তা হলে ইহা আমারই প্রাপ্য।

হরিধন। আমি কিছুতেই তা করব না। কি তোমার উদ্দেশ্য বল দেখি ?

বসন্ত। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে কিছুতেই আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ হতে দেব না।

হরিধন। অতি চমৎকার প্রতিজ্ঞা ; অদ্ভুত ব্যাপার।

বসন্ত। হাঁ, চিরকালের জন্য আমরা পরস্পরের মিলন কামনা করি।

হরিধন। তোমাদের এ মিলন ভেঙ্গে দেবার কৌশল আমার বেশ জানা আছে।

বসন্ত। মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের এ মিলনের অবসান হবে না।

হরিধন। আমার অর্থের প্রতি তোমার অতি-লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে দেখছি।

বসন্ত। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, কোনও স্বার্থের জন্য আমি এ কাজ করি নাই। আপনার অর্থের প্রতি আমার প্রলোভন নাই। আমার উদ্দেশ্য মহৎ।

হরিধন। এইবার বোধ হয় এ বলবে যে বিশ্বপ্রেমে মেতে আমার অর্থ অপহরণ করেছে। কিন্তু এ আমি বন্ধ করব। হতভাগা রাস্কেল, আদালত থেকে আমি এর প্রতিকার পাব।

বসন্ত। আপনার যা খুসী করতে পারেন; আপনি বল প্রয়োগও করতে পারেন, আমি তাতেও আপত্তি ক'রব না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, এতে যা অপরাধ সবই আমার; এতে আপনার কন্যার কোনও দোষ নাই।

হরিধন। নিশ্চয়ই না। এত গুরুতর অপরাধ আমার কন্যা কথনও করে নাই। কিন্তু তোমাকে সব ফিরিয়ে দিতে হবে। শীঘ্র বল কোথা নিয়ে গিয়ে লুঁকিয়ে রেখেছ।

বসন্ত। আমি কোথাও নিয়ে যাই নি; সে এখনও এ বাড়ীতেই আছে।

হরিধন। (জনান্তিকে) ও প্রিয় বাক্স আমার। (বসন্তর প্রতি)

আমার ধন এখনও আমার বাড়ী ছেড়ে কোথাও নিয়ে যাও নি ?

বসন্ত। না, মশাই।

হরিধন। আচ্ছা, বল দেখি আমার জিনিসে এমন কলুষ দৃষ্টি দিয়ে……।

বসন্ত। আঃ, মশাই, আপনি আমাদের উভয়ের প্রতি অবিচার করছেন। যে শিখা আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে তা অতি পবিত্র।

হরিধন। (জনান্তিকে) আমার বাক্সর জন্য এর এই দাহ !

বসন্ত। আমার প্রাণ গেলেও আমি তার প্রতি কোনও অন্যায় ক'রব না। এ যে অতি সুশীল, অত্যন্ত পবিত্র।

হরিধন। (জনান্তিকে) আমার বাক্স অতি সুশীল !

বসন্ত। আমার সমগ্র ইচ্ছা কেবল তাকে দর্শন করা। ঐ সুন্দর চোখদু'টী যে স্বর্গীয় প্রেরণায় আমাকে প্রমত্ত করেছে তাতে গর্হিত কিছুই নাই।

হরিধন। (জনান্তিকে) আমার বাক্সর সুন্দর চোখদু'টী! এ কথা বলছে যেন বাক্সটা ওর প্রণয়িনী।

বসন্ত। ফণীর মা সব জানে ; সে আমার কথা সমর্থন ক'রবে।

হরিধন। আঁ্যা, আমার দাসী এ কাজে সহায়তা ক'রেছে ?

বসন্ত। হাঁ, মশাই, সে আমাদের মিলনের সময়ে উপস্থিত ছিল। আমার প্রেমের গভীরতা জানতে পেরে সে আমাদের মিলনে সাহায্য করে এবং আপনার কন্যাকেও সম্মত করায়।

হরিধন। অ্যাঁ। (জনান্তিকে) পুলিশের ভয়ে এটার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) আমার কন্যার সম্বন্ধে কি আবোল তাবোল ব'কছ?

বসন্ত। আমি বলছি কি যে তাঁর সলজ্জ নম্রতার জন্যই আমার প্রণয়ের প্রতিদান করতে তিনি অনেক কষ্টে সম্মত হয়েছেন।

হরিধন। কার লজ্জা, কার নম্রতা?

বসন্ত। আপনার কন্যার। অনেক কষ্টে এই কাল তিনি আমাকে বিবাহ করতে মত দিয়েছেন।

হরিধন। আমার কন্যা বিবাহে মত দিয়েছে?

বসন্ত। হাঁ, মশাই, আমিও তাঁকে বাগ্দান করেছি।

হরিধন। হায় দুরদৃষ্ট, এ আর একটা দুর্ঘটনা।

যতীন। (দারোগার প্রতি) লিখুন, দারোগাবাবু, সব লিখে নিন।

হরিধন। হায় পোড়া-কপাল! কি ভীষণ দুর্দ্দৈব। (দারোগার প্রতি) দারোগাবাবু, আপনার কর্ত্তব্য করুন। অর্থ-চুরি ও কন্যাকে প্রলোভিত করার জন্য একে ধরে চালান দিন।

যতীন। অর্থ ও কন্যা চুরি।

বসন্ত। আমাকে এ রকম গালাগালি দেওয়া অন্যায়। আপনি যখন জানবেন আমি কে তখন……।

বেলা, মনোরমা ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ

হরিধন। এই যে অপরাধী কন্যা। পিতার উপযুক্ত কাজই ক'রেছ। আমি যে শিক্ষা দিয়েছি এমনি করে তার অপব্যবহার ক'রতে হয়? একটা দুষ্কৃতকারী চোরকে প্রণয়

দান ক'রেছ ? আমার মত না নিয়ে তাকে বাগ্দান ক'রেছ ? কিন্তু তোমাদের উভয়কেই নিরাশ হতে হবে। (বেলার প্রতি) ভবিষ্যতে তোমাকে ঘরে তালা বন্ধ হয়ে বাস করতে হবে। (বসন্তর প্রতি) আর তুমি, চোর, তোমার ধৃষ্টতার জন্য জেলের ঘানি টানবার ব্যবস্থা হবে।

বসন্ত। আপনি ক্রোধবশতঃ সুঠিক বিচার ক'রতে অপারগ হয়েছেন। বিচারের পূর্ব্বে আমার সব কথা আপনাকে শুনতেই হবে।

হরিধন। জেলের ঘানি ভুলে বলেছি ; ফাঁসি-কাঠে তোমার ঝোলা উচিত।

বেলা। (পিতার নিকট নতজানু হইয়া) পিতা, আমি মিনতি করছি, দয়া করুন। পিতৃ-ক্ষমতায় এরূপ ব্যবহার অনুচিত। ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের সুখ দুঃখের প্রতি অন্ধ হবেন না। ভেবে দেখুন পিতা, কি আমাদের অপরাধ। বসন্তর কার্য্যে অসন্তুষ্ট হবার পূর্ব্বে একবার খোঁজ করুন, সে কে। আপনি যা ভাবছেন, সে তা নয়। সে না থাকলে আপনি আমাকে অনেক পূর্ব্বেই হারাতেন ; সে কথা জানলে আপনি আর আপত্তি করবেন না। হাঁ পিতা, আমি যখন নদীতে পড়ে গিয়েছিলুম তখন বসন্তই আমাকে বাঁচিয়েছিল ; তার কাছেই প্রাণরক্ষার জন্য আপনার কন্যা……।

হরিধন। এসব কিছু নয়। এখন এ যা করেছে তার চেয়ে সে সময় তোমাকে ডুবে মরতে দেওয়াই ভাল হত।

বেলা। পিতা, আমি অনুনয় করছি ; আপনি দয়া ক'রে……।

হরিধন। না, না, আমি কিছু শুনতে চাই না। আদালত এর বিচার ক'রবে।

যতীন। (জনান্তিকে) আমাকে যে মারটা মেরেছে এই বারে তার প্রতিশোধ হবে।

ভট্টাচার্য্য। কি রকম সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

অবিনাশের প্রবেশ

[অবিনাশ—বয়স পঞ্চাশৎ; ধীর বুদ্ধিমান ধনী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক; স্ত্রী পুত্র কন্যা নৌকা ডুবিতে হারাইয়া শোক-সন্তপ্ত; ধনীর উপযুক্ত বসন পরিহিত]

অবিনাশ। হরিধনবাবু, কি হয়েছে? আপনাকে বড়ই উত্তেজিত দেখছি যে।

হরিধন। এই যে অবিনাশ বাবু যে, আমি আজ অতি নিরুপায়. নিতান্ত দুর্ভাগা। যে বিবাহের পাকা দেখা দেখতে আপনি এসেছেন তাতে কি যে গোলমাল হয়েছে তা আর ভাবতে পারি না। আমার সম্পত্তি গিয়েছে, আমার সম্মান গিয়েছে। এই যে পাপিষ্ঠ দুরাত্মাকে দেখছেন, এ আমার বাড়ীতে গোমস্তা হয়ে ঢুকে আমার অর্থ অপহরণ করেছে এবং আমার কন্যাকে কুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রছে।

বসন্ত। অর্থ অর্থ করে কি চেঁচাচ্ছেন? কে আপনার অর্থ চায়?

হরিধন। হাঁ, এরা বিবাহিত হবার জন্য পরস্পরকে বাগ্দান পর্য্যন্ত করেছে। অবিনাশবাবু, এ অপমান আপনাকেও লেগেছে।

এর বিরুদ্ধে আপনাকেই লড়তে হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনি নিজে খরচ ক'রে এর নামে আদালতে নালিশ করুন।

অবিনাশ। কাউকে অনিচ্ছায় জোর করে বিবাহ করা আমার অভিপ্রায় নয়। ইনি যদি অন্য কাউকে বিবাহ করতে চান তবে আমি ওঁকে চাই না। কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত আছি।

হরিধন। ইনি পুলিশের দারোগা, আমাকে এ বিপদে সাহায্য করতে এসেছেন। দারোগাবাবু, (বসন্তকে দেখাইয়া) একে ধরে চালান দিন, এর বিরুদ্ধে অতিসঙ্গীন মোকর্দ্দমা রুজু করুন।

বসন্ত। আপনার কন্যার প্রতি এই প্রণয়ের জন্য আমার কি অপরাধ হয়েছে বুঝতে পারছি না। আমাদের এই বিবাহের প্রতিশ্রুতির জন্য কোনও মোকর্দ্দমা চলবে না। আমি কে তা জানলে……।

হরিধন। ও সব তোমার গাঁজাখুরি গল্প বন্ধ রাখ। আজ কাল ঢের ভূয়ো লোক জুটেছে যারা তাদের সামাজিক মর্য্যাদা নিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেয়; সবাই অমন জাতকুলীনের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকে; নিজেদের জমীদার বলে চালাবার চেষ্টা করে।

বসন্ত। আমার এমন আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান আছে যে আমি অন্যের নামে নিজের পরিচয় দেব না। সমস্ত ঢাকা সহরের লোক আমাদের কথা জানে।

অবিনাশ। যা ব'লবে সাবধানে ব'লো। তুমি যার সামনে কথা

বলছ সে ঢাকার সঙ্গে সুপরিচিত। আমি অনায়াসেই তোমার কথার অসত্যতা ধরে ফেলতে পারব।

বসন্ত। (বুক ফুলাইয়া) ভয় পাবার লোক আমি নই। আপনি যদি ঢাকার খবর সবই জানেন তবে বিখ্যাত অবনীবাবুর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।

অবিনাশ। নিশ্চয়ই শুনেছি। তিনি কে তা আমি বেশ জানি। আমার চেয়ে তাকে বেশী কেউ জানে না।

হরিধন। অবনীই হোক আর অনিলই হোক তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

অবিনাশ। একটু ধৈর্য্য ধরুন। শীঘ্রই জানা যাবে এ কি বলতে চায়।

বসন্ত। তিনিই আমার পিতা।

অবিনাশ। তিনি?

বসন্ত। হাঁ।

অবিনাশ। এ বাজে কথা, তুমি পরিহাস করছ। এ অসম্ভব, অন্য কোনও সোজা গল্প আবিষ্কার কর। অবনীর পুত্র বলে পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'রো না; এ আনকোরা ভণ্ডামি।

বসন্ত। সাবধানে কথা বলবেন; এ ভণ্ডামি নয়, সম্পূর্ণ সত্য। যা এই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করতে পারি না এমন কোনও কথা আমি বলি নাই।

অবিনাশ। কি, তুমি নিজেকে অবনীর পুত্র বলে পরিচয় দিতে সাহস কর?

বসন্ত। হাঁ, সাহস করি। যেই হোক না কেন সবার কাছে আমি একথা সত্য ব'লে প্রকাশ করছি।

অবিনাশ। এ সাহস অতি চমৎকার। জান কি যার কথা তুমি ব'লছ সে পনর বছর পূর্ব্বে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মারা গিয়েছে? সে তার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে ঢাকা ত্যাগ করে যাচ্ছিল কিন্তু সব শুদ্ধ জলে ডুবে যায়।

বসন্ত। তা জানি। আপনি এও জানুন যে তার সাত বছরের পুত্র ভৃত্যের সঙ্গে ভেসে যাবার সময় একটী পান্সী নৌকো তাদের বাঁচায়। সেই পুত্রই আপনার সঙ্গে কথা বলছে। সেই পান্সীর বাবু আমার অবস্থা দেখে আমায় সাহায্য করেন, আমাকে তাঁর পুত্রের ন্যায় স্নেহে প্রতিপালন করেন, তার পরে আমাকে ব্যবসায়ে সাহায্য ক'রে উপার্জ্জনক্ষম করে তোলেন। সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি যে আমার পিতা জীবিত আছেন। তাঁর খোঁজে আমি ক'লকাতায় এসে ভগবানের কৃপায় বেলাকে দেখতে পেয়েছি; তাঁকে দেখে অবধি আমি তাঁকে বিবাহ করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েছি। আমার গভীর প্রেম ও তাঁর পিতার কঠোর ব্যবহার দেখে আমি গোমস্তা হয়ে এ বাড়ীতে বাস করছি; পিতার খোঁজে অন্য লোককে পাঠিয়েছি।

অবিনাশ। এ যে সত্যি কথা, আষাঢ়ে গল্প নয়, তার জন্য তোমার মুখের কথা ছাড়া আর কি প্রমাণ আছে?

বসন্ত। প্রমাণ? আমার প্রতিপালক বেঁচে আছেন; পিতার নামাঙ্কিত চুণীর আংটি আছে; মা একটী স্বর্ণ-কণ্ঠি আমাকে

দিয়েছিলেন তা রয়েছে; আর আমার চির-সহচর ভৃত্য রামচরণ আছে।

মনোরমা। ঠিক, তুমি যা ব'লছ তা যে সত্য আমি বলতে পারি। তুমি মিথ্যা বল নাই। তোমার কথা শুনে এখন বুঝতে পারছি যে তুমি আমারই ভ্রাতা।

বসন্ত। তুমি আমার ভগ্নী?

মনোরমা। হাঁ, তোমার কথা শুনে সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। মা কতবার এই সব বিবরণ আমাকে বলেছেন; তোমাকে দেখলে তিনি কত সুখী হবেন। সেই ভীষণ ঝড়ের সময় আমরাও কোনও রকমে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু আমাদের সর্ব্বস্ব ডুবে যায়। তার পরে দশ বৎসর অতি কষ্টে নানা প্রকারের কাজ করে জীবিকা অর্জ্জন করে আমরা ঢাকায় ফিরে যাই। সেখানে যেয়ে দেখি যে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গিয়েছে; পিতার খোঁজ করেও কোনও খবর পাওয়া গেল না। তার পরে আমরা ফরিদপুরে মামার বাড়ীতে যে সম্পত্তি ছিল তার খোঁজে সেখানে যাই। সেখানেও মায়ের আত্মীয়েরা এমন ব্যবহার করলে যে সেখানেও আমাদের থাকা চ'ললো না। নিরুপায় হয়ে অবশেষে আমরা এখানে এসেছি। শোকে দুঃখে আমাদের মা এখন শয্যাশায়ী; কোনও ক্রমে প্রাণে বেঁচে আছেন মাত্র।

অবিনাশ। হে জগদীশ্বর! আশ্চর্য্য, তোমার লীলাময় সৃষ্টি। তুমি ছাড়া আর কে এমন অলৌকিক কাজ করতে পারে!

বৎস, এস তোমাদের আলিঙ্গন করি, তোমাদের এই হতভাগ্য পিতার আনন্দে তোমরাও সুখী হও।

বসন্ত। আপনি আমাদের পিতা?

মনোরমা। আপনার জন্য কেঁদে কেঁদে আজ আমাদের মা প্রায় অন্ধ হয়েছেন।

অবিনাশ। সত্য, পুত্র, আমিই অবনী। সেই ঝড়ে নৌকা-ডুবি হয়ে আমিও বেঁচে গিয়েছিলুম; পরে সমস্ত টাকাও উদ্ধার করি। পনর বছর ধরে তোমাদের বৃথা অন্বেষণ ক'রে, নানা জায়গায় ঘুরে আমি মনে করেছিলুম যে তোমরা আর বেঁচে নাই। তাই একটী নম্র ও সৎ স্বভাব পাত্রীকে বিবাহ করে পুনরায় সংসার-সুখ খোঁজবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ঐরূপ বিপদের পরে ঢাকায় আর বাস করা সমীচীন বোধ করি নাই; তাই সেখানকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে আমি অবিনাশ নাম নিয়ে এখানেই বাস করছি। উপর্য্যুপরি অতগুলি বিপদের পরে যে নামের সঙ্গে গতজীবন জড়িত হয়ে ছিল সে নামে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছিল।

হরিধন। (অবিনাশের প্রতি) এ আপনার পুত্র?

অবিনাশ। হাঁ।

হরিধন। তা যদি হয় তবে এ যে বিশ হাজার টাকা আমার কাছ থেকে চুরি করেছে তার জন্য আমি আপনাকে দায়ী করছি।

অবিনাশ। এ চুরি করেছে?

হরিধন। হাঁ।

বসন্ত। কে এ কথা বলেছে ?

হরিধন। যতীন বলেছে।

বসন্ত। (যতীনের প্রতি) বলেছ তুমি ?

যতীন। আপনি দেখছেন আমি চুপ করে আছি।

হরিধন। ওই বলেছে। এই দারোগাবাবুর কাছে ও এজাহার দিয়েছে, ইনিও একথা বলবেন।

বসন্ত। আমি এমন জঘন্য কাজ করেছি তা কি আপনার বিশ্বাস হয় ?

হরিধন। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়, আমার সে টাকা চাইই।

কমল ও ফেলার প্রবেশ

কমল। পিতা, টাকার জন্য শোক করবেন না ; তার জন্য কাউকে দোষীও করবেন না। আমি তার খবর রাখি। তাই আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি যদি আমাকে মনোরমার সঙ্গে বিবাহে অনুমতি দিন তা হলে আপনার সমস্ত টাকা ফিরে পাবেন।

হরিধন। কোথায় সে টাকা ?

কমল। তার জন্য ভাববেন না ; তা নিরাপদ জায়গাতেই আছে ; আমি তার জন্য দায়ী থাকলুম। এখন সবই আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনি মনঃস্থির করুন ; হয় মনোরমা নয় টাকার বাক্স, এ দুইয়ের একটীর আশা আপনাকে ছাড়তেই হবে।

হরিধন। বাক্স থেকে কিছুই হারায় নি ?

কমল। একটী পয়সাও নয়। আপনি এ বিবাহে সম্মত আছেন কি ? মনোরমার মা তাঁর কন্যাকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মনোরমা। (কমলের প্রতি) কিন্তু তুমি ত জান যে এখন কেবল মায়ের মত হলেই যথেষ্ট নয়। ভগবান আমার ভাইকে (বসন্তকে দেখাইয়া) এবং সেই সঙ্গে আমার পিতাকে (অবিনাশকে দেখাইয়া) ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে এখন এঁদেরও সম্মতি নিতে হবে।

অবিনাশ। কন্যা, তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেয়ে তোমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য ভগবান আমাদের এ মিলন সংঘটন করেন নি। হরিধনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে তরুণী কন্যা পিতা অপেক্ষা পুত্রকেই অধিক পছন্দ করবে। আসুন, কুলোকদের বাজে কথা বলবার আর অবকাশ দেবেন না; এই দু'টী বিবাহে আমার মত আপনিও সম্মত হোন।

হরিধন। অনুমতি দেবার আগে আমি একবার আমার বাক্সটী দেখতে চাই।

কমল। আমি বলছি, আপনি বাক্স যেমন ছিল ঠিক সেই অবস্থায়ই পাবেন।

হরিধন। অবিনাশবাবু, পুত্রকন্যাদের যৌতুক কি উপহার দেবার মতন টাকা আমার একেবারেই নাই।

অবিনাশ। তার জন্য ভাববেন না; আমার টাকা আছে। এ নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না।

হরিধন। এই দু'টো বিবাহেরই সমস্ত খরচ বহন করতে আপনি সম্মত আছেন কি?

অবিনাশ। হাঁ, আমিই তার জন্য দায়ী। এখন আপনি সম্মত কি ?

হরিধন। হাঁ, বিবাহে উপস্থিত হবার জন্য একটী উপযুক্ত পোষাকও যদি ঐ সঙ্গে আপনি আমাকে দেন।

অবিনাশ। রাজি। আসুন, এ শুভ দিনের আনন্দ আজ আমরা সম্পূর্ণ উপভোগ করি।

দারোগা। আসুন মশাই, একটু ধীরে। চুরির তদন্ত করা, এজাহার লেখা, এ সবের জন্য আমারও ত একটা পাওনা আছে ?

হরিধন। আপনার কাজের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

দারোগা। বটে ? তবুও এ সব কাজ আমি অকারণে করি নি বোধ হয় ?

হরিধন। (যতীনকে দেখাইয়া) পাওনার বদলে আপনি এটাকে ধরে নিয়ে ফাঁসি দিন।

যতীন। হায়, এত বড় মুস্কিল। যখন সত্যি কথা বলেছিলুম তখন ধরে প্রহার করেছে ; এবার মিছে কথা বলেছি তাতে যে ফাঁসির কথা বলে।

অবিনাশ। হরিধনবাবু, এই প্রতারণাও এবারকার মত মাপ করুন।

হরিধন। তা হলে আপনি দারোগাকেও পুরস্কৃত করবেন কি ?

অবিনাশ। তাই হোক। বসন্ত, মনোরমা, এস, এখনই যেয়ে তোমাদের মাকেও আমাদের এই আনন্দের অংশ দিই।

হরিধন। আর আমিও আমার প্রিয় বাক্সটী দেখতে যাই।

[উভয় দল বিপরীত দিকে প্রস্থানোদ্যত]

যবনিকা পতন